পৃথ্বীরাজ

(কবিভূষণ যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের "পৃথ্বীরাজ" মহাকাব্য অবলম্বনে বিরচিত)

শ্রীমহেন্দ্র নাথ গুপ্ত, এম্-এ.

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি, এস্-সি,
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীপরাণ চন্দ্র ঘোষ
পরাণ প্রেস
৫৭-২, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

৩৫এ গোয়াবাগান লেন

কলিকাতা

রবিবার—২৪-৯-৫০

শ্রীমহেন্দ্র নাথ গুপ্ত

পি১৮৩, কাশীপুর চীৎপুর ওপেন্ স্পেস্, টালা—কলিকাতা

মহাশয়,

আমাদের স্বর্গত পিতৃদেব কবিভূষণ যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিরচিত "পৃথ্বীরাজ" মহাকাব্য অবলম্বনে আপনি একখানি নাটক রচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। একথা বলা বাহুল্য যে, মহাকাব্যকে নাটকে রূপান্তরিত করিতে হইলে বহুস্থানে পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন, পরিবর্জ্জন প্রভৃতি আবশ্যক হয়। আপনি আপনার ইচ্ছামত উক্ত মহাকাব্যের যে কোন অংশ গ্রহণ, পরিবর্জ্জন বা পরিবর্দ্ধন করিতে পারেন এবং নূতন দৃশ্যাদি সংযোজনা করিতে পারেন। তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই। উক্ত নাটক মঞ্চে অভিনীত করাইবার এবং পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার পূর্ণ সত্ত্ব সর্ব্বদা আপনারই থাকিবে। তবে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিলে "কবিভূষণ যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পৃথ্বীরাজ মহাকাব্য অবলম্বনে বিরচিত" এই কথাটি পুস্তক মধ্যে সংযোজনা করিবেন এবং রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের বিজ্ঞপ্তিতেও আপনার সুবিধা অনুযায়ী উক্ত কথা কয়টী উল্লেখ করিলে আনন্দিত হইব। আপনার রচিত নাটকের মাধ্যমে "পৃথ্বীরাজ" মহাকাব্যের বহুল প্রচার হইবে এই আশাতেই আমরা উহার নাট্য রূপান্তর করণের এবং অভিনয়ের পূর্ণ সত্ত্ব আপনাকে অর্পণ করিলাম।

—ইতি বশম্বদ

স্বাঃ সুশীল কুমার বসু
স্বাঃ শুভেন্দু কুমার বসু
বঃ সুকুমার বসু

স্বাঃ সুরেন্দ্র কুমার বসু
স্বাঃ সুনীল কুমার বসু
বঃ সুনিত কুমার বসু

ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত

প্রথম অভিনয়—শনিবার, ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৫০

সংগঠনকারীগণ :—

সত্বাধিকারী—শ্রীসলিল কুমার মিত্র

পরিচালক—শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত

সুর-শিল্পী—শ্রীরঞ্জিৎ রায়

নৃত্য-শিল্পী—পিটার গোমেস্

মঞ্চ-শিল্পী—শ্রীমণীন্দ্র দাস (নাহু বাবু)

মঞ্চ-তত্বাবধান—শ্রীঅনিল ঘোষ

স্মারক— শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য
শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

আলোকশিল্পী—শ্রীমন্মথ ঘোষ

এম্প্লিফায়ার—শ্রীদুলাল মল্লিক

যন্ত্রীসঙ্ঘ—শ্রীকালী বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসতীশ বসাক
শ্রীকার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়
শ্রীমুরারী রায়চৌধুরী
শ্রীশিশির চক্রবর্ত্তী
শ্রীমিহির মিত্র
শ্রীঅনিল বরণ রায়

প্রথম অভিনয় রজনীর শিল্পীবৃন্দ

চরিত্র	শিল্পী
পৃথ্বীরাজ	শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত
মহম্মদ ঘোরী	„ মিহির ভট্টাচার্য্য
গোবিন্দ রায়	„ অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
জয়চাঁদ	„ সন্তোষ দাস
জাহান্দার	„ আশু বোস্
মৈনুদ্দিন	„ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
কুতবউদ্দিন	„ সত্য পাঠক
হাম্‌জবী	„ চন্দ্রশেখর দে
চাঁদকবি	„ কালিপদ চক্রবর্ত্তী
তুঙ্গাচার্য্য	„ গোপাল ভট্টাচার্য্য
শঙ্কর মিশ্র	শ্রীমুরারী মুখোপাধ্যায় (বাণীবাবু)
সমরসিংহ	„ রবি রায় চৌধুরী
নরসিংহ	„ শান্তি দাশগুপ্ত
ভাট	„ পশুপতি রক্ষিত
জয়চাঁদের মন্ত্রী	„ পতিতপাবন মুখোপাধ্যায়
রাজগণ	„ উমাপদ বসু „ বিষ্ণু সেন „ হরি প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
সৈনিক	„ বলাই গড়াই
মেঘা	সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী ইন্দুবালা
সংযুক্তা	শ্রীমতী ফিরোজাবালা দেবী
শহেলীবাঈ	„ পূর্ণিমা দেবী
রাণী মলয়াবতী	„ বন্দনা দেবী
রাজমাতা	„ বীণা ঘোষ
প্রিয়ব্রতা	[illegible]

চরিত্র লিপি

:: পুরুষ ::

পৃথ্বীরাজ	দিল্লী অধীশ্বর
গোবিন্দ রায়	ঐ ভ্রাতা
চাঁদবরদাই	ঐ কবি
তুঙ্গাচার্য্য	ঐ গুরুদেব
সমরসিংহ (চিতোরের রাণা)	ঐ ভগ্নীপতি
জয়চাঁদ	কণোজ অধীশ্বর
মহম্মদ ঘোরী	গজনীর সুলতান
কুতবউদ্দিন	ঐ সেনাপতি
হাম্‌জবী	ঐ
মৈনুদ্দিন (সাধু)	ঐ সঙ্গী

শঙ্কর মিশ্র, পুরোহিত, জয়চাঁদের মন্ত্রী, ভাট, নরসিংহ, জাহান্দার, রাজাগণ, সৈন্যগণ ইত্যাদি।

:: স্ত্রী ::

রাণী মলয়াবতী	জয়চাঁদের স্ত্রী
সংযুক্তা	জয়চাঁদের কন্যা
প্রিয়ব্রতা	সংযুক্তার সখী
রাজমাতা	জয়চাঁদের মাতা
শহেলীবাঈ	নির্য্যাতিতা ভারত নারী
মেধা	ডাকিনী

সুলতানা, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

পৃথ্বীরাজ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গজনী। প্রাসাদ কক্ষ। জাহান্দার এবং নর্ত্তকীগণ।

গান

নও জোয়ানী, নয়ন তোলো বেদন ভোলো
মোছ আঁখি নীর,
গোপন হিয়ার আগল ভাঙা স্বপন রাঙা
এলো মুশাফির্।
চাঁদনী রাতের ওড়না পরো চাঁদের জোছনা
কাজল মেঘের সুরমা আঁকো
অরুণ লোচনা।
বাজুক বীণা বাজুক বেণু
লাজুক ফুলের গন্ধ রেণু
পড়ুক ঝরে আতর সম
বিধুর হিয়ার আতর দানীর।

জাহান্দার। আহা থেমোনা, থেমোনা! ইরাণ, তুরাণ, রুম, নানা দেশের হরেক রকম রঙীন পাখী, এই গজনী নগরে উড়ে এসেছো! এসেছো যদি তো নীরব থেকোনা! এসো এসো, কল-কাকলী কর, সুরের আর শরাবের রঙে নীল শিরা আশমান লালে লাল হোয়ে যাক—

(কুতবউদ্দিনের প্রবেশ)

কুতব। জাহান্দার!

জাহান্দার। আইয়ে আইয়ে মেরা দোস্ত জনাব কুতবউদ্দিন আইবেক্। ওগো, ফিন সুরু সে—

কুতব। আঃ একি হচ্ছে জাহান্দার!

জাহান্দার। কেন, নানান দেশের এই সব বাদশাহী ভেট এলো, একটু ফুর্তি চলবে না দোস্ত?

কুতব। না, সুন্দরীগণ, তোমরা বাইরে ওই শীশ মহলে অপেক্ষা কর।

[নর্তকীদের প্রস্থান

জাহান্দার। যা বাবা! চিড়িয়া উড়িয়ে দিলে!

কুতব। চিড়িয়া যদি না ওড়াতুম তাহলে একটু বাদে তোমার জান্ উড়ে যেত!

জাহান্দার। জান্ উড়ে যেত? কে ওড়াতো?

কুতব। এই গজনীনগরের যিনি ভাগ্যবিধাতা সেই সাহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী। তাঁরই প্রাসাদে বসে সরাব ও সুন্দরী নিয়ে তোমার এ ঔদ্ধত্য তিনি নিশ্চয়ই বরদাস্ত করতেন না।

জাহা। কিন্তু তিনি তো আজ এক পক্ষকাল নগরের বাইরে বিদ্রোহ দমন করতে গেছেন। তাঁর প্রতিনিধি এখন তো তুমি!

কুতব। না, তিনি নগরে ফিরে এসেছেন!

জাহা। ফিরে এসেছেন!

কুতব। শুধু ফিরে আসেননি, জরুরী পরামর্শের জন্য আমাকে, কোয়াম উলমুলুক হামজবীকে এবং সাধু খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তিকে অবিলম্বে সমবেত হতে বলেছেন—এই কক্ষেই...

জাহা। এই কক্ষেই!

কুতব। চুপ, ওই বুঝি তাঁরা এসে পড়লেন! পালাও......

[জাহান্দারের প্রস্থান

তাইতো, রাজধানীতে পদার্পণ করেই অকস্মাৎ এ জরুরী পরামর্শ-সভা আহ্বান—এর অর্থতো বুঝতে পাচ্ছিনা! হজরতের আদেশে বৎসরাধিক কাল ছদ্মবেশে ভারতবর্ষ পরিদর্শন করে এলুম—শুধু আমি নই, সেখানে গিয়েছিলেন ওই সাধু মৈনুদ্দিন চিস্তি, গিয়াসুদ্দীন হামজবী সাহেব। স্বদেশে ফিরতে না ফিরতেই আবার কি ভারতবর্ষ হতে আরো কোনো দূরতর দেশে যাবার জন্য এই আকস্মিক আহ্বান! যাক…যেথানে যেতে হয় যাবো। সামান্য ক্রীতদাস ছিলুম, সাহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরীর অনুগ্রহে আজ আমি তাঁর একজন প্রধান সেনানী! প্রভুর তুষ্টি সাধনই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত!

(মহম্মদ ঘোরী, মৈনুদ্দিন চিস্তি ও হামজবীর প্রবেশ)

মহম্মদ। এই যে, সবার অগ্রে এসেছ কুতুব!
শোনো বন্ধু, হামজবী, সাধু মৈনুদ্দিন,
তোমরাও শুন দোঁহে যে কারণ করেছি আহ্বান!
আমারি আদেশে হিন্দুস্থানে এতদিন
ছদ্মবেশে আছিলে সকলে!
সেই হিন্দুস্থান সসৈন্যে দেখিব নিজে বাঞ্ছা জাগিয়াছে।
তার পূর্ব্বে বল সবে
কেমন সে দেশ; সম্পদ বিভব,
লোকের প্রকৃতি, ধর্ম্ম, যা কিছু দেখেছ,
বিস্তারিয়া বল সবে! হে কুতব, অগ্রে বল তুমি।

কুতব। জাঁহাপনা! অদ্ভুত, অপূর্ব্ব দেশ সেই হিন্দুস্থান!
বিশ্বস্রষ্টা যেন সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে তারে নিরুপম করি
গড়েছেন ধরা মাঝে! সুনীল আকাশ
সমুজ্জ্বল দিবা ভাগে তপন কিরণে!
জ্যোতির্ম্ময় নিশাকালে স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে!

তুষার ঝটিকা না জানে সে দেশে কেহ !
মধুর পবন বহে সেথা সংবৎসর,
স্রোতস্বতী যত অমৃত-সলিলে পূর্ণ।
কোথা গিরি সুমহান, কোথা বনভূমি,
কোথাও বা উপবন বিহঙ্গ কুজিত।
সে অপূর্ব্ব দেশে খনি গর্ভে জন্মে মণি,
সাগরে মুকুতা, নারী সেথা চির নিরুপমা।
কি কব অধিক প্রভু,
স্বর্গ স্বর্গ বলে লোক, মম অনুমান,
স্বর্গ সেই পুণ্য হিন্দুস্থান।

মহম্মদ। ভাল, ভাল, কিন্তু হেন স্বর্গ হতে
কি কারণ এত শীঘ্র আসিলে ফিরিয়া ?

কুতব। জাঁহাপনা! আসিলাম পথ দেখাইতে
সঙ্গে পুনঃ যাব বলে !

মহম্মদ। হুঁ, কি তুমি দেখেছ, এবে, বল হামজবী ?
কোন দেশে ছিলে সেথা ?

হামজবী। মৌনি সন্ন্যাসীর বেশে ! করেছি ভ্রমণ
তীর্থে তীর্থে, গ্রামে গ্রামে নগরে প্রান্তরে !
দেখিয়াছি রাজা, প্রজা, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ !
অদ্ভুত তাদের ধর্ম্ম, কেহ পূজে শিলা,
কেহ নদী, কেহ তরু, কহে কোন জন
'অহিংসা পরমধর্ম্ম', আবার কেহ বা
নৃত্য করে নরবলি করিয়া প্রদান।

মহম্মদ। নরবলি ?—

হামজবী। শুধুই কি তাই ? মুক্তি লাভ তরে
কেহ ডুবে নদী জলে, গিরিশৃঙ্গ হতে,

পড়ে কেহ লম্ফ দিয়া, রথচক্র তলে
হয় কেহ নিষ্পেষিত, বক্ষে বিঁধে শূল,
বিদারে রসনা বাণে। নির্ম্মম নিষ্ঠুর,
পুত্রে দেয় ভাসাইয়া সাগরের জলে,
দগ্ধ করে বালিকারে চিতাকাষ্ঠে বাঁধি
তার মৃত পতি সনে, বাজায় দামামা,—
যদি করে আর্ত্তনাদ।

মহম্মদ। অদ্ভুত এ রীতি!

হামজবী। বলে সবে হিন্দু মোরা, কিন্তু পরস্পর
জাতি ধর্ম্ম দ্বেষ, নিত্য রত বিসংবাদে।
উচ্চবর্ণ যদি—চাষার চণ্ডাল আদি
হীন জাতি নরে—স্পর্শে কভু
স্নান করি শুচি হয় তবে!
নহে বুদ্ধিহীন তারা, তর্কে সুনিপুণ,
রচিয়াছে বহু গ্রন্থ। কিন্তু নাহি জানি
কেন হেন মতি ভ্রান্ত তবু।
সসৈন্যে চলুন প্রভু ত্বরা হিন্দুস্থানে;
মুসলীম সমাজে, ধার্ম্মিকের বন্ধু এক জাঁহাপনা বিনা
কেহ নাই এই অনাচার যে বা করিবে উচ্ছেদ!

মহম্মদ। নীরব কি হেতু তুমি সাধু মৈনুদ্দিন?
তোমার কি মত?

মৈনুদ্দিন। জাঁহাপনা, সত্য বটে
হিন্দুস্থান সম দেশ নাহি এ ধরায়।
কিন্তু যে ফণীর শিরে থাকে মহামণি,
দন্ত তার বিষে ভরা। নিরখি তাদের বলবীর্য্য

বুঝিয়াছি বীর হিন্দু জাতি,
দুর্দ্ধর্ষ সমর ক্ষেত্রে ! বুঝিয়াছি আরও
ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু, হোক ধর্ম্ম তাহাদের
ভ্রমাত্মক, তবু প্রাণ দিবে তার তরে।
প্রজা সেথা রাজভক্ত, রাজার আদেশে
অনলে গরলে জলে না ডরে মরিতে।
আছে জাতিভেদ সত্য, কিন্তু হিন্দু নামে
এক সূত্রে বাঁধা সবে। না বুঝে, না ভেবে
হিন্দুস্থান আক্রমণ উপযুক্ত নয়।

মহম্মদ। লভিয়াছ অভিজ্ঞতা রহি হিন্দুস্থানে।
বল শুনি তাহাদের সমর কৌশল।
অশ্ব, গজ, পদাতিক শিক্ষিত কেমন ?
অসি, শূল, ধনুর্ব্বাণ, কোন অস্ত্রে পটু তারা ?

সৈফুদ্দিন। হিন্দু বলী গজ বলে।
সচল পর্ব্বত সম গজযূথ যবে
হয় যুদ্ধে অগ্রসর, নাহি শক্তি কারো
রোধিতে তাদের বেগ ; প্রতিদ্বন্দ্বী সেনা
চূর্ণ হয় দণ্ড মাত্রে। দেখিয়াছি আরও
শরক্ষেপে অদ্বিতীয় হিন্দু পদাতিক,
অব্যর্থ সন্ধানী সবে। বিশ্বাস আমার
না পারিবে মুসলমান আঁটিতে হিন্দুরে
গজে পদাতিক সৈন্যে !
জাঁহাপনা নিজে পরাক্রমে দ্বিতীয় রুস্তম,
করুন যা উচিত এখন।

মহম্মদ। কুতব,
হিন্দুস্থান আক্রমণে তোমার কি মত ?

কুতব। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।
এ হেন সম্পদ, এ সৌন্দর্য্য ভোগ যদি
পুরুষ হইয়া না করিনু, বৃথা জন্ম অবনী মণ্ডলে!

মহম্মদ। সত্য, কিন্তু শুনিলে তো—
দুর্দ্ধর্ষ সমরে হিন্দু। না করি বিচার
উচিত কি যুদ্ধারম্ভ তাহাদের সনে?

কুতব। না করি বিচার কথনো কর্ত্তব্য নয়।
কিন্তু জাঁহাপনা, দেখুন বারেক ভাবি,
বালক কাসিম করেছিল জয় যবে এই হিন্দুগণে
সাহস, বীরত্ব কোথা ছিল তাহাদের?
অষ্টাদশ বার বীর সুলতান মামুদ
লুণ্ঠিলা হিন্দুর দেশ, ভাঙ্গিলা মন্দির,
বিচূর্ণিলা সোমনাথ—কোথা ছিল তবে
হিন্দুর বীরত্ব? হিন্দু নহে বীর্য্যহীন সত্য,
কিন্তু অন্ধপ্রায় ভ্রমে কুসংস্কারে।

হাম। জাঁহাপনা, আমিও তাহাই বলি।
জানে প্রাণ দিতে হিন্দু, কিন্তু নাহি জানে
শৃঙ্খলা, সমর নীতি।
না জানে পুরুষকার, দৈব দৈব করি
নয়ন থাকিতে অন্ধ। হুঁচটে হাঁচিতে
কাক শৃগালের রবে গণে পরমাদ।
শুনিয়াছি আছে লেখা শাস্ত্রে তাহাদের
মুসলমান হিন্দুস্থান আক্রমিবে যবে
হবে তারা পরাজিত, সাম্রাজ্য তুর্কির
প্রতিষ্ঠিত হবে সেথা। হিন্দু শাস্ত্র-ভীরু,

আছে চিন্তান্বিত হয়ে। প্রবেশিলে মোরা হিন্দুস্থানে
নিরাশায় হবে পদানত।
নাহি চিন্তামাত্র প্রভু,—জিনিব নিশ্চিত মোরা,
জিনিব হিন্দুরে।

মহম্মদ। সকলের অভিমত করিনু শ্রবণ! এইবার
শুন সবে মম আকিঞ্চণ;
আমি চাই হিন্দুস্থানে সাম্রাজ্য স্থাপন।
হে কুতব, রণসজ্জা সংগ্রহের
সর্ব্ব ভার দিলাম তোমারে। এই মাত্র শুনিলে তো
গজসৈন্যে পদাতিকে হিন্দু বলবান,
কিন্তু তাহে কোন চিন্তা নাই,
রণক্ষেত্রে মত্ত গজ ঘটায় বিপদ
শত্রু মিত্র উভয়ের। পায় যদি ত্রাস
না মানে অঙ্কুশ, দুই পক্ষে সমভাবে করে বিদলিত।
পদাতিক শ্রান্ত হয় রণক্ষেত্র যদি
হয় দীর্ঘ সুবিস্তৃত। অশ্ব আমাদের
পরিশ্রমী, দৃঢ়কায়, তুষ্ট অল্পাহারে;
উল্লম্ফণে, সন্তরণে, গিরি আরোহণে
সুদক্ষ, অভ্যাসগুণে। অশ্ববলে মোরা
গজ পদাতিক দুই করিব বিজয়।
কর আয়োজন ত্বরা, বুঝিলে সময়
শ্যেন যথা পড়ে গিয়া কপোত মাঝারে
পড়িব হিন্দুর দেশে!
শত জাতি, শত ধর্ম্মে বিভক্ত সে দেশ
সুনিশ্চিত পদানত হইবে মোদের।

কুতব। যথা আজ্ঞা জাঁহাপনা।

মহম্মদ। যাও সবে, লভগে বিশ্রাম।

[কুতব ও হামজবীর প্রস্থান

সাধু মৈনুদ্দিন,

শয়নে স্বপনে কিম্বা জাগরণে মোর

আজি হতে একমাত্র লক্ষ্য হল

ওই সে ভারতবর্ষ! ওই সে ভারত।

(নেপথ্যে শহেলীর গান শোনা গেল···)

মহম্মদ। ওকি, কে গাহে গান ?

মৈনুদ্দিন। ভারতবর্ষের এক অভাগী বালিকা,

আচরণে তার জ্ঞান হয় বুঝি উন্মাদিনী,

ভারত হইতে নিজে

মম সনে স্বইচ্ছায় এসেছে হেথায়!

এবে পুনঃ সে ভারতে ফিরে যেতে চায়।

মহম্মদ কেন ?

মৈনুদ্দিন। বিচিত্র রহস্যময়ী অদ্ভুত বালিকা,

সংসার বিরাগী সাধু, রমণী চরিত্র

মোর কাছে চিরদিন অতীব দুর্জ্ঞেয়।

প্রাসাদে এনেছি তাই, জাঁহাপনা দেখুন বালারে।

মহম্মদ ওই আসে হেথা, চলে এসো মৈনুদ্দিন,

অন্তরাল হতে রমণীর আচরণ লক্ষ্য করি মোরা।

[উভয়ের অন্তরালে প্রস্থান

(গান গাহিয়া শহেলীর প্রবেশ)

গান

আমার ভারত সোনার ভারত
ধেয়ানে রচিত ছবি,
হিয়া করে আলা নব চাঁদমালা
ললাটে অরুণ রবি।
কাল কুন্তল শ্যামল বনানী
বিকচ কুসুম হার
তুষার মৌলী স্তন গিরি হতে
বহে নদী ক্ষীর ধার।
ছয় ঋতু তব ছয় সেবাদাসী
প্রণতি জানায় পদতলে আসি
পুলক শিহরে আঁখি জলে ভাসি
পূজিছে শতেক কবি।

শহেলী। না না, এ আমি কি গান গাইছি! ভারতের বন্দনা গান, কেন জাগে আমার কণ্ঠে? না, না, এ গান আমি আর গাইব না, জীবনে গাইব না।

(মৈনুদ্দিন ও ঘোরীর পুনঃ প্রবেশ)

মৈনুদ্দিন। মা—

শহেলী। কে! ওঃ ফকির সাহেব? তুমি? আমায় ভারতবর্ষে পাঠাবার ব্যবস্থা করবে বলেছিলে—কিন্তু কই আজও তো আমায় ভারতবর্ষে পাঠালে না? তুমি কি আমায় পাঠা'বে না সেখানে!

মৈনুদ্দিন। অধীর হয়ো না মা, ভারতে পাঠাব বলেই আজ তোমায় নিয়ে এসেছি এই প্রাসাদে! তোমার ভারত যাত্রার সব ব্যবস্থা করে দেবেন এই ইনি।

শহেলী। কে! তুমি—তুমি—

সৈফুদ্দিন। ইনি গজনীর অধীশ্বর সাহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী—

শহেলী। ওঃ, তুমিই তবে এদেশের রাজা, তুমিই তবে বাদশা!

মহম্মদ। তুমি কে বালিকা?

শহেলী। আমি শহেলীবাঈ—

মহম্মদ। শাহেলীবাঈ। সুন্দর নাম। তোমার জাতি—

শহেলী। আমি হিন্দু…

মহম্মদ। হিন্দু?

শহেলী। না না, আমি মুসলমান। না মুসলমানও নই, আমার জাতি, আমার পরিচয় আমি মানুষ—

মহম্মদ। তোমার দেশ?

শহেলী। দেশ ছিল ভারতবর্ষে, কিন্তু এখন—

মহম্মদ। এখন?

শহেলী। যে পথ যখন হাতছানি দিয়ে ডাকে, সেই পথকেই বলি ঘর—চলতে চলতে পা দুটো ক্লান্ত হলে তখন যে পথের ধুলো আসন বিছিয়ে দেয়—সেই পথের মাটীকেই বলি দেশের মাটী!

মহম্মদ। তা যদি সত্য হয়, তা হলে দুনিয়া জোড়া তোমার ঘর, সারা দুনিয়াকেই বল তোমার দেশ?

শহেলী। হয়তো তাই…

মহম্মদ। তবে কেন ফিরতে চাও হিন্দুস্থানে?

শহেলী। স্বেচ্ছায় কি যেতে চাই? মায়াবিনী আমায় যে পিছন হতে ডাকে। শুনেছি কোন সাগরজলে আছে মায়াবিনী কাল নাগিনীর দল। হাজার ফণা বাড়িয়ে দিয়ে তারা সর্ব্বাঙ্গ জড়িয়ে ধরে, মেদ, মজ্জা, অস্থি সব চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। হিন্দুস্থানের নীল দরিয়ার সেই কাল-নাগিনী আমায় তেমনি আকর্ষণ করছে—আমায় গ্রাস করতে চাইছে।

মুক্তি চাই, তার গ্রাস হতে মুক্তি পাবার জন্য ছুটে পালাই—তবু সে ডাকে, হিন্দুস্থানী নাগিনী আমায় ডাকে। আমি যেতে চাই না, কিন্তু তবু, তবু—ওই আমায় ডাকছে, ওই তার বিষের বাঁশী বেজে উঠেছে, আমায় টানছে! আমি যাচ্ছি, কালনাগিনী, আমি যাচ্ছি···

মহম্মদ। শহেলীবাঈ...শহেলীবাঈ ··

শহেলী। না আমি যাব না—এমন করে মৃত্যু বরণ করতে পারব না! হে বিশ্ববিজয়ী সুলতান, তুমি আমায় রক্ষা কর···নাগিনীর গ্রাস হতে তুমি আমায় রক্ষা কর।

মহম্মদ। ভয় নাই, নিশ্চিন্ত হও শহেলীবাঈ—তোমার জীবন রক্ষার ভার আমি গ্রহণ করলুম।

শহেলী। সত্য?

মহম্মদ। সম্মুখে এই সাধু মৈনুদ্দিন চিস্তিকে সাক্ষী করে বলছি, ঈশ্বরের নাম নিয়ে শপথ করছি, তোমায় আমি রক্ষা করব এবং শুধু তাই নয়, যে কালনাগিনী তোমায় গ্রাস করতে আসছে তাকে আমি··· তাকে আমি···

শহেলী। তাকে তুমি···

মহম্মদ। চিরতরে বশ করে সেই নির্ব্বিষ ভুজঙ্গিনীকে আমি তোমারই পায়ের তলায় উপঢৌকন দেব।

শহেলী। সম্রাট! শাহানশা—!

মহম্মদ। আমায় কি বিশ্বাস হচ্ছে না শহেলীবাঈ?

শহেলী। অবিশ্বাস নয়—এ আমার পক্ষে অতি বিস্ময়।

মহম্মদ। সুলতানা! একে বেগম মহলে নিয়ে যাও। শহেলীবাঈ, যতদিন তোমার বিস্ময়ের শেষ না হয়, আশা করি ততদিন আমার মহালমধ্যে বাস করতে তোমার কোন আপত্তি হবে না—

শহেলী। হজরতের অভিরুচি··· [সুলতানা সহ প্রস্থান

মহম্মদ। নির্ব্বাক হয়ে কি ভাবছ মৈনুদ্দিন? কিছু বুঝলে?

মৈনুদ্দিন। বুঝলাম—দরিয়া যেমন অতল স্পর্শ, নারী-চরিত্র ঠিক তেমনি—

মহম্মদ। হাঁ ঠিক তেমনি, ঠিক তেমনি! আর ডুবরী যে, সেই ভেদ করতে পারে অতল দরিয়ার অসীম রহস্য...

মৈনুদ্দিন। হজরৎ, এ ক্ষেত্রে রহস্য ভেদ করে কি সন্ধান পেলেন?

মহম্মদ। এই সন্ধান পেলুম যে ঐ হিন্দু নারী তার দেশের নিকট হতে, দেশবাসীর নিকট হতে হয়তো অতি চরম লাঞ্ছনা ভোগ করেছে। তাই প্রতি মুহূর্ত্তে কাল নাগিনীর ভয়াল স্বপ্ন দেখছে। ওর ভেতর আমি প্রতিশোধের তীব্র বহ্নি জ্বালিয়ে তুলব। হিন্দুস্থান অভিযানে ওই নারী হবে আমার প্রধান সহায়...প্রধান শক্তি—

মৈনুদ্দিন। শক্তি—

মহম্মদ। হাঁ, হিন্দুর শাস্ত্রে পত্নীকে বলে শক্তিরূপা, হিন্দুস্থান বিজয়ের পূর্ব্বে ওই শহেলীবাঈ ওই অসামান্য নারীকে গ্রহণ করব আমি—

মৈনুদ্দিন। বেগম রূপে—?

মহম্মদ। শুধু বেগম নয় বন্ধু, প্রধানা বেগম রূপে!

দ্বিতীয় দৃশ্য

কনোজ। প্রাসাদ অলিন্দ

তুঙ্গাচার্য্য, জয়চাঁদ ও মলয়াবতী

তুঙ্গাচার্য্য। জয়চন্দ্র, করিনু শ্রবণ—
সেনাগণ ব্যস্ত তব যুদ্ধ আয়োজনে।
বহুদিন ছিলাম প্রবাসে, রাজ্যের সংবাদ কিছু
পাইনি সে হেতু। বল বৎস,
যুদ্ধ কার সনে? বহিঃশত্রু?
কিম্বা কোন প্রতিবাসী রাজা
আক্রমিতে আসিতেছে তোমার কনোজ?

জয়চাঁদ। নহে বহিঃশত্রু দেব—নাহি মোর হেন প্রতিবাসী
স্পর্দ্ধা যার আক্রমিবে কনোজ নগর।
রাঠোর এ জয়চন্দ্র-ভয়ে বিকম্পিত সমগ্র ভারত।
আর্য্যাবর্ত্ত মাঝে একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী মোর
দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ—মদমত্ত গর্ব্বিত চৌহান।
তারি সনে যুদ্ধ হেতু করিতেছি সেনা সমাবেশ।

তুঙ্গাচার্য্য। পৃথ্বীরাজ সনে যুদ্ধ? কিবা অপরাধ তার?
করেছে সে কোনরূপ ক্ষতি কি তোমার?
প্রজার অনিষ্ট কিছু? বল বৎস, পৃথ্বীরাজ পরে
কী হেতু তোমার এই মর্ম্মান্তিক রোষ?

জয়চাঁদ। কি সাধ্য তাহার দেব, করে মোর ক্ষতি ?
প্রজার অনিষ্টে যদি হত অগ্রসর
উপযুক্ত শাস্তি তার পাইত পামর।
নহে ক্ষতি, তারই তরে রাঠোর সম্ভ্রম
লুপ্তপ্রায় ভারত হইতে।
উপযুক্ত শিক্ষা তারে না করি প্রদান
গৌরব রবে না মোর, থাকিবে না মান।

তুঙ্গা। বিবরিয়া বল বৎস, যশ মান লুপ্ত তব কিসের লাগিয়া ?
করে নাই পৃথ্বীরাজ কোনো ক্ষতি যদি,
কেন তবে এ ক্রোধ তোমার !

জয়চাঁদ। গুরুদেব,
প্রাণ হতে মান বড় ক্ষত্রিয়ের কাছে।
একই মাতামহ বংশোদ্ভব পৃথ্বীরাজ, আমি,
আজমীরের সে চৌহান—কনৌজ নগরে আমি
ক্ষত্রিয় রাঠোর।
জানেন আপনি, পুত্রহীন বৃদ্ধ দিল্লীশ্বর !
দিল্লী সিংহাসন মোর মাতুল বংশের
সে কারণ পৃথ্বীরাজ লভে উপহার—সম অধিকার মোর
ওই সিংহাসনে। তবু বৃদ্ধ রাজা চাহিলেন
অধম ভিক্ষুক গণি মোরে, সিংহাসন পরিবর্ত্তে
তুষিবারে অর্থ বিতরণে !

তুঙ্গা। জানি জয়চন্দ্র !

জয়চাঁদ। শুধু তাই নয়, শুনুন আচার্য্য,
পৃথ্বীরাজে বসাইয়া দিল্লী সিংহাসনে
সভাস্থলে দিল্লীশ্বর করিলা ঘোষণা—

সিংহাসন দানিলাম সমর্থ, সবলে।
এর চেয়ে কিবা বেব হবে অপমান?
রাঠোর দুর্ব্বল হ'ল, সবল চৌহান?
জননীর উপরোধ করিয়া স্মরণ
এতদিন করি নাই কৃপাণ গ্রহণ।
তা না হলে চৌহানের হৃদয় শোণিত
যমুনার নীল জল করিত লোহিত।
দেখাইত সর্ব্বজনে কে সবল, কে দুর্ব্বল।
কেবা যোগ্য অধিকারী দিল্লী সিংহাসনে—
পৃথ্বীরাজ কিম্বা জয়চাঁদ!

তুঙ্গাচার্য্য। এবে কি করিতে চাও
পৃথ্বীরাজ সনে তবে সমর ঘোষণা?

জয়চাঁদ। সমর ঘোষণা নহে, করেছি মন্ত্রণা,
রাজসূয় মহাযজ্ঞ করি উদ্‌যাপন
লব সার্ব্বভৌম পদ!

তুঙ্গাচার্য্য। রাজসূয়? ভারত মাঝারে
কলিযুগে রাজসূয় হয়নি তো আর।

জয়চাঁদ। সেই যজ্ঞ করিব এবার।
পৃথ্বীরাজ যজ্ঞে যদি লয় নিমন্ত্রণ
কৌশলে উদ্দেশ্য মোর হইবে সাধন।
রাঠোর প্রাধান্য যদি করে সে স্বীকার
সত্য কহি, কিছুমাত্র তার প্রতি
রবে না বিদ্বেষ।

তুঙ্গা। কিন্তু তুমি কি ভেবেছ বৎস,
হেন অসম্ভব কভু হইবে সম্ভব?

জয়চাঁদ। জানি আমি গুরুদেব, লোকমুখে শুনি,
আসিবে না দুরাচার মম নিমন্ত্রণে!
প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে মোর যজ্ঞ আয়োজনে দিবে বাধা;
দিক বাধা, আমিও তাহাই চাই,
শক্তি তার ভাল রূপে পরীক্ষা করিব।
করেছি মনন—
দ্বারপাল মূর্ত্তি তার করিয়া নির্ম্মাণ
বেত্র করে সভাস্থলে করিব স্থাপন।

তুঙ্গা। দ্বারপাল মূর্ত্তি! দিল্লী ও আজমীর পতি
বীর পৃথ্বীরাজ—দ্বারপাল বেশে তারে
স্থাপিবে সভায়!

জয়চাঁদ। দ্বারপাল রূপে গুরু।
শক্তি থাকে আসিয়া সে লবে প্রতিশোধ,
আর যদি বিনা প্রতিবাদে সহে এই তীব্র অপমান
কে দুর্ব্বল কে সবল হইবে প্রমাণ!
শ্রীচরণে নিবেদন করিনু সকলি
দোষ গুণ আপনার বিচারে এখন।

তুঙ্গা। জয়চন্দ্র, দোষ না দেখি তোমার।
দোষ তাঁর, রাজপুত স্থজিত যাঁহার।
হেন অভিমানী জাতি নাহিক ধরায়—
ধরে তরবারি তাই কথায় কথায়।
দিল্লীশ্বর বলেছেন পৃথ্বীরাজে বীর,
তাহে পৃথ্বীরাজ প্রতি তব কি হেতু এ ক্রোধ?
অন্যে তারে প্রশংসিলে কি দোষ তাহার?
তার প্রতি কেন কর রোষ?

জয়চাঁদ। গুরুদেব—

তুঙ্গা। শোন বৎস, সমাগত ভারতের সঙ্কট সময়
সিন্ধুনদ অতিক্রমি, গিয়াছিনু
হিঙ্গলাজে তীর্থ পর্য্যটনে।
অতি দুঃসংবাদ এক এসেছি শুনিয়া।
ভারতে তুর্কের রাজ্য করিতে স্থাপন
আয়োজন করিতেছে মহম্মদ ঘোরী!

জয়চাঁদ। মহম্মদ ঘোরী!

তুঙ্গা। হ্যাঁ বৎস,
মনে রেখো, মামুদের মত নহে লুণ্ঠন এবার,
ইচ্ছা তার হিন্দুস্থানে চিরস্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপন।
সে উদ্দেশ্য হইলে সফল
হিন্দুর অস্তিত্ব গর্ব্ব ঘুচিবে নিশ্চয়।
না থাকিবে জাতি ধর্ম্ম, গৌরব, সম্মান,
লুপ্ত হবে বেদ, বিধি, দর্শন, বিজ্ঞান!
দাসত্ব শৃঙ্খল গলে করি পরিধান,
লুণ্ঠিত হইতে হবে তুর্কী পদতলে।
এ হেন সময় পৃথ্বীরাজ সনে তব
এ আত্ম-কলহ—পরিণাম ভাব জয়চাঁদ!

জয়চাঁদ। নিশ্চিন্ত হউন গুরু! দেবের প্রসাদে—
তুর্কী আক্রমণে আমি বিন্দুমাত্র নাহি করি ভয়।
সিন্ধুনদ অতিক্রম করিলে তাহারা
দেশে পুনঃ ফিরে নাহি যাবে একজনো!
সুলতান মামুদ ইতঃপূর্ব্বে করে গেছে যত অত্যাচার
এইবার প্রতিশোধ লইব তাহার!

তুঙ্গা। শুন বৎস, বৃথা আস্ফালনে নাহি ফল !
রিপু-বীর্য্য না করি বিচার—
এহেন প্রতীতি নহে উচিত তোমার !
কূপবাসী মণ্ডুক নিচয়
ভাবে বিশ্ব কূপটুকু, আর কিছু নয়।
তেমতি হয়েছি আজ হতভাগ্য ভারত সন্তান।
বিশ্বমাঝে কত দেশ, কত জাতি আছে,
তাহাদের গুণ মোরা দেখিতে না পাই,
নিজেদের দোষ যাহা খুঁজিতে না চাই।
অজ্ঞতার অন্ধ, করি বৃথা অহঙ্কার
আপনার পদে হানি আপনি কুঠার !

জয়চাঁদ। গুরুদেব !

তুঙ্গা। ত্যজ সর্ব্ব অভিমান, মম অনুরোধ,
সম্মিলিত হও বীর পৃথ্বীরাজ সনে !
হুতাশন সনে হোক বায়ুর মিলন—
দেখি তবে আর্য্য সুতে কে করে দমন !
রাঠোর চৌহান মিলি অস্ত্র করে দাঁড়ালে বারেক
রুদ্ধ হবে সেই দণ্ডে
তুরুকের পূর্ব্বমুখী গতি !
মগধ, মিথিলা, বঙ্গ পাবে অব্যাহতি !
নীরব কি হেতু বৎস, বল একবার
পৃথ্বীরাজ সনে হবে মিলন তোমার !

জয়চাঁদ। অসম্ভব গুরুদেব—
সে মিলন এ জীবনে হবে না কখনো।
একই আকাশের তলে

একসনে চন্দ্র-সূর্য্য করে না বিরাজ,
সেই মত পৃথ্বীরাজ জয়চাঁদ
কোন কালে কোনদিন এক সাথে হবে না মিলিত।

তুঙ্গা। তবে কি...তবে কি বৎস,
তুর্কীর দাসত্ব করা ভারতের অদৃষ্ট লিখন।

জয়চাঁদ। আসে তুর্কী—নিজ বাহুবলে তারে
প্রতিরোধ করিব নিশ্চয়। পৃথ্বীরাজ সহায়তা
সে কারণ লব না কখনো—

তুঙ্গা। জয়চাঁদ—জয়চাঁদ...

জয়চাঁদ। বক্তব্য আমার দেব, সকলি বলেছি!
বিদায় চরণে এবে,
পৃথ্বীরাজ প্রতিমূর্ত্তি করিতে নির্ম্মাণ
রাজশিল্পী অপেক্ষিছে দ্বারে। [প্রস্থান

তুঙ্গা। ভবিতব্য কে করে খণ্ডন!
ভারত অদৃষ্টাকাশে দেখিতেছি
ঘন ঘোর মেঘ সমারোহ।
অবিলম্বে মহাঝড় উঠিবে নিশ্চয়।

(রাণী মলয়াবতীর প্রবেশ)

মলয়া। গুরুদেব—

তুঙ্গা। এসো মা মলয়াবতী—
দারুণ সঙ্কট কাল সমাগত মাতা।
এ সময় নীরব কি হেতু তুমি ?
সতী বিনা আর, পতিরে বুঝাতে বল
শক্তি আছে কার ?

মলয়া। গুরুদেব, বুদ্ধি হীনা নারী আমি,

রাজধর্ম্ম রাষ্ট্রনীতি কি বুঝিতে পারি ?
কেমনে বুঝাব তাঁরে ? যা করেন মহারাজ,
নির্ব্বিবাদে নতশিরে তাই মেনে লই।

তুঙ্গা। মাতা—

মলয়া। সে সকল কথা যাক্।
একটী জিজ্ঞাসা মাত্র আছে শ্রীচরণে,
যে জিজ্ঞাসা অন্তরে পশিয়া মোর
দিবারাত্র করিতেছে ব্যাকুল চঞ্চল।

তুঙ্গা। কি জিজ্ঞাসা মাতা ?

মলয়া। রাজসূয় যজ্ঞ অন্তে হবে স্বয়ংবর,
সংযুক্তা পাবে তো দেব, যোগ্য পতি তার ?
সুখীতো হইবে বাছা ? এইমাত্র চাই,
অন্য বাঞ্ছা নাহি দেব, অন্য প্রশ্ন কিছু মোর নাই।

তুঙ্গা। শুন রাজেন্দ্রাণী, কি ঘটিবে ভবিষ্যতে,
জানেন সে অন্তর্য্যামী যিনি।
করি আশীর্ব্বাদ, সংযুক্তার হউক কল্যাণ—
মনোমত পতিলাভ করুক বালিকা!
কিন্তু মাতা, সুধাই তোমারে,
স্বয়ংবর পূর্ব্বে দোঁহে
জেনেছ কি সংযুক্তার মন ?
বুঝেছ কি কারে ভালবাসে ?

মলয়া। হয়তো বুঝেছি দেব,
আভাসে ইঙ্গিতে, সখীগণ সনে তার
ভীরু আলাপনে—যা কিছু বুঝেছি আমি,
যা কিছু শুনেছি,

তাহে মোর আশঙ্কায় কম্পিত হৃদয়।
সত্য যদি মম অনুমান,
যারে সে পূজিছে দেব, পতিজ্ঞানে
অন্তর মাঝারে···বিধাতা জানেন শুধু
তার সনে কি উপায়ে হইবে মিলন!

তুঙ্গা। সংযুক্তার মনোভাব
বলেছ কি স্বামীরে তোমার!

মলয়া: সাহস নাহিক গুরু,
একদিন কথাচ্ছলে—দিয়েছিনু সামান্য আভাস!
রোষ কষায়িত নেত্রে ভৎর্সিলেন মোরে। কহিলেন,
"সাবধান, হেন বাণী পুনর্ব্বার নাহি শুনি যেন।
সংযুক্তা বালিকা আজও,
পূর্ব্বরাগ ভালবাসা তার মনে জাগেনি এখনো!
আসিবেন বহু নৃপ স্বয়ংবর স্থানে,
যারে ইচ্ছা দিবে মালা! কন্যা মোর জানে,
পিতার তৃপ্তিতে তৃপ্তি হয় দেবতার।"

তুঙ্গা। জয়চন্দ্র পিতা তার, তবু নাহি জানে,
দিবেনা সে মাল্য কভু অপর কাহারে
বিনা তার মনোমত।
পিতার আদেশে সংযুক্তা অর্পিতে পারে
আপন জীবন, কিন্তু পতি নির্ব্বাচনে
বিধাতাও দিলে বাধা মানিবে না বালা!
চল রাজেন্দ্রাণী, আশীর্ব্বাদ করে আসি
কন্যারে তোমার।

তৃতীয় দৃশ্য

দিল্লী। বিরামউদ্যান।

কবিচাঁদ বরদাই এবং যুবরাজ গোবিন্দ রায়।

গোবিন্দ। কি বলিলে চাঁদ কবি ?
কনোজ নগরে তুমি স্বচক্ষে দেখেছ
পৃথ্বীরাজ প্রতিমূর্ত্তি সাজায়েছে প্রহরীর বেশে ?
বেত্র করে দ্বারদেশে করেছে স্থাপন ?

চাঁদ। শুধু তাই নয় যুবরাজ,
আরও তীব্র অপমান স্বকর্ণে শুনেছি।

গোবিন্দ। কিসে অপমান—বল চাঁদ,
সমস্ত শুনিতে চাই, কোর না গোপন।

চাঁদ। উল্লাসে রাঠোর যত, প্রতিমূর্ত্তি করিয়া বেষ্টন,
ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ বাণী বর্ষে নিরন্তর।
মূর্ত্তি লক্ষ্য করি কহে, "দ্বারপাল,
হাস্যমুখে কার্য্য কর, দানিব বেতন।"

গোবিন্দ। চাঁদকবি—চাঁদকবি

চাঁদ। নিদারুণ শেল সম, অপমান বাণী
বিঁধিয়াছে কর্ণে মম, বিদারিত করেছে অন্তর।
ছদ্মবেশে আর তথা রহিতে নারিনু। রোষে ক্ষোভে
করি প্রতিবাদ, পাছে ধরা পড়ি,—চলিয়া এসেছি তাই—
দিল্লীশ্বরে দানিতে সংবাদ।

গোবিন্দ। সব কথা মহারাজে বলিয়াছ তুমি ?

চাঁদ। সকলি বলেছি যুবরাজ! কিছুমাত্র করিনি গোপন!

গোবিন্দ। কি উত্তর দিলেন নৃপতি ?

চাঁদ। শুনিয়া আমার কথা
মৌন নেত্রে মহাবীর
শূন্যপানে চাহিলা বারেক,
বৈশাখের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত
সুগম্ভীর নিস্তব্ধতা হেরিনু বদনে।
ক্ষণপরে কহিলেন মোরে,
যাও চাঁদ, এখন কর্ত্তব্য যাহা
সাধিব সে কাজ, যুক্তি করি গোবিন্দের সনে।

গোবিন্দ। যুক্তি? কালহত স্পর্দ্ধিত রাঠোর
পৃথ্বীরাজ প্রতিমূর্ত্তি দ্বারদেশে বসায়েছে
প্রহরীর বেশে! উপহাস করে তাঁরে
দ্বারপাল বলি—
এখনও গোবিন্দের যুক্তির অপেক্ষা?
উত্তম, মহারাজে যুক্তি দিতে চলিলাম আমি।
হাঁ, ভালকথা—শুন চাঁদ,
রাজকন্যা সংযুক্তা দেবীর সনে
হয়েছে কি সাক্ষাৎ তোমার?

চাঁদ। হয়েছে সাক্ষাৎ যুবরাজ!
আঁখি জলে নিশিদিন ভাসিছেন তিনি
লক্ষ্মী যথা নারায়ণ বিরহ ব্যাকুলা।
তুষিতে কন্যার মন গীত বাদ্য আয়োজন
করেছেন কনোজ ঈশ্বর। চারণের বেশ ধরি
রাজপুরে করিয়া প্রবেশ. বার্ত্তা আমি জানিয়াছি
সংযুক্তা মায়েরে। বলিয়াছি তাঁরে,
"রহ মাতা, কাল অপেক্ষায়।

আকুল আহ্বান তব
নিজে আমি পৌঁছে দেব দিল্লীশ্বর পাশে ।
জেনো মনে, এ আহ্বান হবে না নিষ্ফল।"

গোবিন্দ। তবু এক সুসংবাদ, নিশ্চিন্ত করিয়া তবু এসেছ দেবীরে।
যাও চাঁদ কবি,—দূরদেশ পর্য্যটনে
পরিশ্রান্ত তুমি···এবার বিশ্রাম লহ।

চাঁদ। যথা আজ্ঞা—যুবরাজ— [চাঁদের প্রস্থান

গোবিন্দ। অপূর্ব্ব এ বিধির বিধান,
ঘৃণিত রাঠোর কূপ পঙ্কের মাঝারে
জন্মেছে এ পঙ্কজিনী দেবভোগ্যা দেবতা-বাঞ্ছিতা।
জীবনে দেবতা জ্ঞান করি মোর জ্যেষ্ঠ সহোদরে,
বিদলি রাঠোর পঙ্ক,
আহরণ করি এই অম্লান পঙ্কজে,
পূজার অঞ্জলি দিব জ্যেষ্ঠের চরণে।

(পৃথ্বীরাজের প্রবেশ

পৃথ্বী। গোবিন্দ—

গোবিন্দ। দাদা!

পৃথ্বী। এই যে গোবিন্দ!
শুনেছ সংবাদ ভাই!

গোবিন্দ। শুনিয়াছি দাদা,
এইমাত্র চাঁদকবি বলে গেল মোরে।

পৃথ্বী। চাঁদকবি! ওঃ কনোজের কথা!
না ভাই, শুনাতে এসেছি আমি
আরও দুঃসংবাদ।

গোবিন্দ। কি সে দুঃসংবাদ মহারাজ?

পৃথ্বী। মনে আছে, তীর্থ পর্য্যটন করি
গুরুদেব তুঙ্গাচার্য্য দেছেন সংবাদ
হিন্দুস্থান আক্রমিতে সেনা সমাবেশ
করিতেছে মহম্মদ ঘোরী ?

গোবিন্দ। মনে আছে দাদা—

পৃথ্বী। এইমাত্র ভারত সীমান্ত হতে মম গুপ্তচর
পুনরায় এনেছে সংবাদ,
সুসম্পূর্ণ তাহাদের যুদ্ধ আয়োজন,
সাগর তরঙ্গ সম বিপুল বাহিনী
হিমালয় গিরিবর্ত্মে অবিলম্বে হবে অগ্রসর।
অপেক্ষিছে এবে তারা,
শুধু মাত্র সুলতানের একটী ইঙ্গিত।

গোবিন্দ। সত্য যদি এ সংবাদ কি চিন্তা তাহাতে !
দেখিবে মুস্লিমরাজ—হিন্দুর বিক্রম,
বুঝিবে অন্তরে হিন্দু নহে বীর্য্যহীন,
নহে সে অক্ষম স্বদেশের গৌরব রক্ষিতে !

পৃথ্বী। শুন ভাই, মুসলমান হতে হিন্দু বীর্য্যহীন নয়,
তবুও স্মরণ রেখো,
শুধুই বীরত্বে লভ্য নহে যুদ্ধ জয়।
ভেবে দেখো, বীরত্বে, সাহসে কিম্বা শারিরীক বলে
না ছিলেন ন্যূন পুরু ;
কিন্তু তাঁরে সমর কৌশলে পরাজিল বীর সেকেন্দর,
স্থাপিলা যবন রাজ্য আর্য্যাবর্ত্ত মাঝে।

গোবিন্দ। সত্য, সত্য মহারাজ, অসীম বিক্রম ছিল—
তবু রণে পরাজিত হ'ল পুরুরাজ।

পৃথ্বা। সে হেতু তোমারে বলি,—
শৃঙ্খলায়, দৃঢ়তায়, ধৈর্য্যে, আয়োজনে,
সুশিক্ষায়, একতায় শ্রেষ্ঠতর যারা—
সেই জাতি যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করে।
এ শিক্ষা কোথায় ভাই,
আমাদের সেনাদল মাঝে ?
প্রাণ দিতে জানে তারা···
কিন্তু শিক্ষা কোথা,···
কোথা জানে সমর কৌশল !
রাজার আদেশ শুনি
লাঙ্গল ছাড়িয়া তারা ধরে তরবার।
যে অশ্ব গৃহের কার্য্যে পৃষ্ঠে ভার বয়
সেই অশ্ব রণক্ষেত্রে অগ্রসর হয়।
জয়লাভে হয় তারা প্রদীপ্ত অনল,
পরাজয়ে হয় ক্ষণে তুষার শীতল।
অনভ্যস্ত রণ ক্লেশে, শস্ত্র ব্যবহারে,
মাত্র "জয় মহারাজ" অভ্যস্ত চীৎকারে।
এ হেন সৈনিক হেন রণসজ্জা লয়ে
কেমনে করিছ আশা বল যুদ্ধ জয়ে !

গোবিন্দ। হবে জয়, তবু হবে জয় দাদা, জানি সুনিশ্চিত।
জাগ্রত ভারত সিংহ তুমি পৃথ্বীরাজ,
আজ্ঞাধীন দাস তব গোবিন্দের থাকিতে জীবন
সুনিশ্চিত জানি দাদা,
মুস্লিম পতাকা কভু এ ভারতে হবে না উড্ডীন !
তব মুখ পানে চাহি জ্ঞান হয় মোর

সত্তি যেন দেবের আশীষ !
দৈব—দৈব নিজে আমাদের রবে অনুকূল।

পৃথ্বী। সত্য বটে দৈব অনুকূল হলে
পর্ব্বত বিচূর্ণ করে উইবিকার মূলে !
কিন্তু ভাই, স্বজাতির স্মরি ব্যবহার
দৈব বলে আজও আশা আছে কি তোমার ?
পাপাচারে আমাদের পাছে চক্রধর
হন প্রতিকূল, নিরন্তর এই চিন্তা মম।
কাব্যের কল্পনা, আর্য্য-বীর্য্য কথা লয়ে
মুগ্ধ হয়ে, ভ্রান্ত হয়ে, থাকিও না ভাই !
ব্রহ্ম অস্ত্র, পাশুপত নাহি পাবে আর—
রণস্থলে দেখা নাহি পাবে দেবতার !
নাহি সত্য, ত্রেতা, এবে সুসুপ্ত অমর,
দৈবে পূজি, কর আত্মপৌরুষে নির্ভর।

গোবিন্দ। দাদা !

পৃথ্বী। যাও ভাই, সুহৃদ সমর সিংহে প্রদান সংবাদ
ভারতের দ্বারদেশে আসিছে অরাতি।
মিত্র রাজা সামন্ত নৃপতিগণে
জনে জনে করহ আহ্বান
এ সঙ্কটে এক সঙ্গে হতে সম্মিলিত।

গোবিন্দ। পাঠাব সংবাদ দাদা,
নিশ্চিন্ত থাকুন। রোধিতে তুর্কির গতি
যোগ্য আয়োজন ভার রহিল আমার।
সে কথা এখন থাক,
রাঠোরের আমন্ত্রণে রাজসূয় যজ্ঞস্থলে
কি বেশে যাইব মোরা বলুন এবার !

পৃথ্বী। গোবিন্দ ! তোমার কি মত ভাই ?

গোবিন্দ। কি মত আমার ?

আমি শুধু আজ্ঞা তব চাহি নরনাথ,
আজ্ঞামাত্র ছুটে যাবো কণোজ নগরে।
যেথা সভাস্থলে তব প্রতিমূর্ত্তি করেছে স্থাপন
সেথা পশি মূর্ত্তি পদতলে পশুসম বলি দিব
নীচাত্মা রাঠোরে। যজ্ঞ করি লণ্ড ভণ্ড
রাঠোরে দানিয়া দণ্ড—
হে ইষ্ট, হে জ্যেষ্ঠ মোর,
তোমারে আনিয়া দিব ভাগ্যলক্ষ্মী
সংযুক্তা দেবীরে।

পৃথ্বী। উত্তেজিত হইও না ভাই—

গোবিন্দ। উত্তেজনা ! রাঠোরের যজ্ঞ স্থলে

দ্বার পাল বেশে ভারত গৌরব সূর্য্য রাজা পৃথ্বীরাজ !—

পৃথ্বী। কি ক্ষতি তাহাতে ভাই ?

আমারে প্রহরীবেশে রাখি যদি দ্বার দেশে
হয় তাঁর গৌরব প্রচার—হোক,
কিবা ক্ষতি তায় ? মানীর না মান যায়
প্রতিমূর্ত্তি লাঞ্ছিলে তাহার।
বিশেষতঃ এ সময় দ্বার দেশে সমাগত দুরন্ত অরাতি !
আত্ম হানাহানি করি
বৃথা বলক্ষয় করি, স্বদেশ, স্বধর্ম্ম, সব
স্বেচ্ছায় তুলিয়া দিব তুর্কির করে ?

গোবিন্দ। দাদা—

পৃথ্বী। গোবিন্দ,—

অশ্রুমুখী, বিষাদিনী ভারত মাতার মূর্ত্তি
করহ স্মরণ ; মাতার মর্য্যাদা রক্ষা
কর ভাই একমাত্র পণ।
ক্ষুদ্র স্বার্থ, তুচ্ছ মান অপমান লয়ে,
আত্ম কলহের ইচ্ছা এই দণ্ডে দাও বিসর্জ্জন।
মনে মনে করিয়াছি স্থির—
নির্ব্বিবাদে রাজসূয় করুক রাঠোর,
কোনো বাধা দিব না আমরা।

গোবিন্দ। রাজসূয় যজ্ঞ হবে ? এ ইচ্ছা তোমার !

পৃথ্বী। গোবিন্দ !

গোবিন্দ। উত্তম ! কিন্তু শুনি—কি হইবে সংযুক্তা দেবীর—

পৃথ্বী। সংযুক্তা !

গোবিন্দ। সত্য বটে মাল্য দান হয় নাই আজও,
কিন্তু জানি সুনিশ্চিত তিনি তব মানস-মহিষী !
তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান সংযুক্তা সতীর।
স্বয়ংবর সভাস্থলে সে সতীর মৌন আবাহনে,
বল আর্য্য, বল জ্যেষ্ঠ, কি দিবে উত্তর ?

পৃথ্বী। গোবিন্দ—গোবিন্দ—
তুমি ভাল জান ভাই—সংযুক্তাই পৃথ্বীরাজ হৃদয় ঈশ্বরী।
বাল্যের খেলার সাথী, কৈশোর সঙ্গিনী,
যৌবনের মূর্ত্তিমতী আনন্দ প্রতিমা !
সখা, মন্ত্রী তুমি ভাই, তব অবিদিত নাই,
কি প্রেম বন্ধনে মোরা বদ্ধ দুইজনে।
তবু তার তরে রাঠোর চৌহানে
সমর সূচনা এবে হবে না উচিত।

জানি স্থির, অন্য জনে বরিবে না সংযুক্তা কখনো,
অনন্ত কুমারী ব্রত তার তরে বিধির বিধান।

গোবিন্দ। বিধির বিধান নহে,
ক্ষম আর্য্য, ক্ষম জ্যেষ্ঠ, স্পষ্ট বাক্য বলিব এবার,
এ বিধি তোমার। কি বিচিত্র কথা!
রাঠোর, তুর্কির ভয়ে বিকম্পিত হয়ে—
পৃথ্বীরাজ করিবেনা বাগদত্তা বধূরে গ্রহণ?
রুক্মিণী ডাকিলা যবে নারায়ণ বলি,
আসেনি কি নারায়ণ—
রুক্মিণী হরণ লাগি শত্রুর নগরে?

পৃথ্বী। গোবিন্দ—

গোবিন্দ। গোবিন্দের ইষ্ট তুমি, পূজ্য তুমি,
ধরিত্রী মাতার বক্ষে তুমি তার জাগ্রত দেবতা,
হে মহান,—ধ্যান নেত্রে দেখ তুমি
অশ্রুমুখী ভারত জননী! আমি তব অনুচর,
সেবক অধম—আমি দেখি—শত্রুপুরে কাঁদিতেছে
বন্দিনী সীতার মত আমার জননী।
সিন্ধু পার হতে যেন ভেসে আসে—
জানকীর আকুল আহ্বান,
রঘুনাথ,—সে আহ্বান হবে কি নিষ্ফল?

পৃথ্বী। নিষ্ফল হবে না ভাই,
দ্বিধা দ্বন্দ্ব সব কেটে গেছে,
সত্যপথ দেখায়েছ তুমি!
চল ভাই—যাব মোরা সংযুক্তা উদ্ধারে।
হ্যাঁ এক কথা—
স্মরণ রাখিও মনে—দ্বারপাল পৃথ্বীরাজে
বসায়েছে তথা। বেতন লইতে তাই যাব ছদ্মবেশে।

চতুর্থ দৃশ্য

কনোজ। স্বয়ংম্বর সভায় দ্বারদেশ।

একপার্শ্বে পৃথ্বীরাজের প্রতিমূর্ত্তি।

রাজগণ ও কনোজ মন্ত্রী।

মন্ত্রী। শুনুন রাজন্যবর্গ,
প্রভু মোর কনোজ ঈশ্বর, সার্ব্বভৌম নরপতি,
মহারাজ জয়চন্দ্র আজ্ঞা মত কহি—
শুভলগ্ন সমাগত হতে—
এখনও স্বল্পকাল বাকী।
লগ্ন উপস্থিত হলে স্বয়ংম্বর সভামধ্যে পতি নির্ব্বাচনে
আসিবেন কল্যাণীয়া রাজার নন্দিনী।
করুন সকলে এবে সুনির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ।

সকলে। সাধু···সাধু···(সকলে বসিল)

১ম রাজা। জম্বুরাজ নরসিংহ কি হেতু দাঁড়ায়ে?

নরসিংহ। না, ভাবিতেছি, দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ—ঐ—
ওই হোথা আছেন দাঁড়ায়ে! তিনি বর্ত্তমানে,
আসন গ্রহণ করা হবে কি উচিত?
আহা, দেখুন দেখুন সকলে,
কী সুন্দর বেত্রশোভা দিল্লীশ্বর করে!

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ······

১ম রাজা। হুঁ, ভাগ্য ভাল, মর্ম্মর মূর্ত্তি হস্তে
বেত্র নাহি নড়ে। নহে সমুচিত উত্তর দানিতে—

নামিয়া আ সিত বেত্র এতক্ষণ নিন্দুকের
বদন উপরে।

নরসিংহ। পৃথ্বীরাজে এত ভয় চান্দেল নৃপতি ?
স্বয়ংবরে আসা তবে হয়নি উচিত।
তার চেয়ে গৃহে যাও, এত যদি ডর,
মাথায় সিন্দুর পর, নাসায় বেসর।

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ—

মন্ত্রী। রাজগণ, অনুরোধ,
নিন্দা উপহাসে বাড়ে কলহ কেবল।
ক্ষান্ত হয়ে বসুন আসনে।

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি)

মন্ত্রী। রাজগণ, হোন অবহিত,
লগ্ন সমাগত। স্বয়ংবর সভামধ্যে
আসিছেন রাজকন্যা পতি নির্ব্বাচনে।

(নেপথ্যে পুনঃ শঙ্খধ্বনি, জয়চন্দ্র, সংযুক্তা, সখী প্রিয়ব্রতা ও ভাটের প্রবেশ)

জয়চন্দ্র। এসো মা কল্যাণময়ী।
এই দ্বার প্রান্ত হতে আরম্ভ হয়েছে—
সুবিপুল স্বয়ংবর সভা।
হের দূর দূরান্তরে বসেছেন ভারতের নৃপতি মণ্ডল।
হও অগ্রসর মাতা, পতি নির্ব্বাচনে।
যাও ভাট, একে একে নৃপগণ পরিচয় দাও সংযুক্তারে।

(সংযুক্তা প্রণাম করিল)

করি আশীর্ব্বাদ,
লভ প্রাণাধিকে, লভ যোগ্য পতি তব।

সংযুক্তা। পিতা—

জয়চাঁদ। সঙ্কোচ কিসের মাগো,
হও অগ্রসর। কর ভাট, কর্ত্তব্য তোমার—

ভাট। সম্মুখে তোমার হের সুচারু হাসিনী,
জম্মুরাজ পুত্র এই, পাণিপ্রার্থী তব।
সৌন্দর্য্যে শোভায় ভূস্বর্গ বলিয়া যার
খ্যাতি মর্ত্তলোকে—সে কাশ্মীর
অবিভিন্ন জম্মু রাজ্য হতে।
হেরিবে মানবী হয়ে স্বরগের শোভা,
তটিনী রজতস্রোতা, ক্ষেত্র চির শ্যাম,
নির্ঝর মুকুতা স্রাবী, তুঙ্গ মহীধর—
সজ্জিত বিচিত্র বর্ণে আলোক সম্পাতে
জুড়াইবে আঁখি তব।

প্রিয়ব্রতা। রাজকন্যা বলিছেন হতে অগ্রসর।

ভাট। অতঃপর হের এই গুর্জ্জর নৃপতি,
নিজে জলনিধি বিশাল পরিখা রূপে
রম্য রাজ্য যাঁর রক্ষিছেন দিবানিশি।
কহে সর্ব্বজন—বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস,
মূর্ত্তিমতি সেই লক্ষ্মী বিরাজেন গুর্জ্জর মাঝারে।
দেশ দেশান্তর হতে স্বার্থবাহগণ
আনে সেথা পণ্যদ্রব্য। যখন যা রুচি…
অশনে, বসনে, যানে, বিলাস ভবনে,
লভিবে তা গুর্জ্জর মাঝারে।

সংযুক্তা। চল সখী, অন্য কোথা চল—

ভাট। শুন ব্রতশীলে, বিখ্যাত চান্দেল কুল

রাজপুত মাঝে। সে বংশ-ললাম এই রাজপুত্র
শুনি তব রূপ গুণ কথা—এসেছেন
পাণীপ্রার্থী হয়ে!

সংযুক্তা। প্রিয়ব্রতা, অনর্থক বাড়িতেছে বেলা,
কহ ভাটে, হেথা আর একতিল নয়,
রাজগণ পরিচয়ে নাহি প্রয়োজন,
নিজে আমি অগ্রসর হইনু সম্মুখে। [প্রস্থান

ভাট। মহারাজ—

জয়চন্দ্র। ভাট! সংযুক্তার ইচ্ছা হলে দিবে পরিচয়। [ভাটের প্রস্থান

১ম রাজা। জম্মুরাজ, বসিয়া কি হবে আর লাভ?
উঠুন এবার!

নরসিংহ। দেখা যাক, স্পষ্ট কিছু বলেনি তো বালা,
ফিরে এসে পুনরায় মাল্য দিতে পারে।
কি দোষ বসিতে!

১ম রাজা। সত্য! বিশেষতঃ সভার নিয়ম ভেঙ্গে
এবে উঠে গেলে, জয়চন্দ্র ক্রুদ্ধ হবে মনে।

(জয়চন্দ্র ও মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ)

জয়চন্দ্র। বিদেশী তরণী?

মন্ত্রী। বিদেশী তরণী মহারাজ; অসংখ্য অগণ্য যেন,
জাহ্নবীর বক্ষ বাহি আসিতেছে এই দিক পানে।
পুরোভাগে তার রাজহংসাকৃতি তরী
কারুকার্য্যময়! কৌষেয় বসন
যবনিকাকারে প্রলম্বিত দ্বারে,
ঝালরে মুকুতা পাঁতি।
কঙ্কতিকা, গোরোচনা, অলক্তক আদি
রহিয়াছে তরী গাত্রে অঙ্কিত যতনে।

জয়চন্দ্র। জ্ঞান হয়, হবে কোনো নরপতি দূর দেশাগত।
স্বয়ংবরে আসিবারে
সে কারণ বিলম্ব হয়েছে।
নগর প্রহরী তোমা
কি বলিল আর? সঙ্গে সৈন্য কত?

মন্ত্রী। বিচিত্র পতাকাধারী শত অশ্বারোহী,
সহস্র পদাতী সহ, গঙ্গাতীরে পথের দুধারে
অগ্রসর শ্রেণীবদ্ধ ভাবে। ভীম কলেবর,
লৌহবর্ম্মাবৃত দেহ, দীর্ঘ শূল করে,
পৃষ্ঠে যুগ্ম তূণ, স্কন্ধে বিলম্বিত ধনু,
উষ্ণীষ কাঞ্চনময় ঝলসয়ে আঁখি
তরুণ তপন করে, চমকে চপলা
প্রলম্বিত কোষ মুক্ত কৃপাণ ফলকে।

জয়চাঁদ। কার সৈন্য, কার তরী,
কিছুই তো বুঝিতে না পারি!
স্বয়ংবরে এমন বিলম্বে—

মন্ত্রী। ঐ যে…ঐ যে দেখুন প্রভু,
প্রথম তরণী খানি উপস্থিত গঙ্গাতটে
সভা দ্বার দেশে!

(নৌকা হইতে ছদ্মবেশী গোবিন্দ নামিল)

গোবিন্দ। দূর দেশাগত জন,
আজ্ঞা চাই নরপতি,
দূতরূপে সভা প্রবেশিতে।

জয়চাঁদ। এসো দূত—

গোবিন্দ। প্রণিপাত দেব—দ্বারদেশে তব
এসেছেন পাণ্ড্ রাজ্যেশ্বর! আমি তাঁর দূত।
কোথায় আসন তাঁর, মহারাজ করুন নির্ণয়।

জয়। পাণ্ডু রাজ্যেশ্বর!

গোবিন্দ। নিবেদিতে আপনারে কহিলেন প্রভু,
আসিয়াছি যোদ্ধ্ বেশে, বেশ বিন্যাসের
পাই নাই অবকাশ দূর পর্য্যটনে,
নাহি ইচ্ছা প্রবেশিতে সভার মাঝারে।
যদি হয় অনুমতি—রহিব এ দ্বারদেশে!

জয়। মন্ত্রী, পাণ্ডুরাজ্য কোথা? কোনদিকে?

মন্ত্রী। আছে মহারাজ, চের, চোল, পাণ্ড্যরাজ্য
সুদূর দক্ষিণে। কিন্তু হীন-ক্ষত্র তারা,
আদান প্রদান নাহি তাহাদের সাথে।
প্রভুর যা রুচি।

জয়। হীন ক্ষত্র? কিবা প্রয়োজন তবে
আনি সভা মাঝে? থাকুন বাহিরে
তাঁর যথা অভিরুচি। কহিও,
সাক্ষাৎ হবে স্বয়ংবর পরে।

গোবিন্দ। যথা আজ্ঞা মহারাজ—　　　　[প্রস্থান

(সংযুক্তা, প্রিয়ব্রতা ও ভাটের পুনঃ প্রবেশ)

সংযুক্তা। দ্বিধা, লজ্জা ত্যজি, ভাল করে সর্ব্বজনে নিরীক্ষণ
করিয়াছি সখী,
তিনি নাই, তিনি নাই এ সভা মাঝারে।
দেখেছ কি তুমি?

প্রিয়ব্রতা। না সখি, আসেন নি তিনি…

সংযুক্তা। তবে? কি উপায় হবে!

জয়চন্দ্র। একি কন্যা, ফিরে এলে হেথা!

সংযুক্তা। পিতা!

জয়। বল মাতা, কিসের সঙ্কোচ?
পতি নির্ব্বাচন তুমি করিয়াছ কারে?
কার গলে দিতে চাও বরমাল্য তব?
হিমাচল হতে দূর কন্যা-কুমারিকা—
যত দেশ আছে মাগো,—যত রাজ্য আছে,
সকল নৃপতি আজি সমবেত এই সভাস্থলে।
তা সবার মাঝে যারে তুমি পতি রূপে
করিবে বরণ—
করি অঙ্গীকার, জামাতা বলিয়া তারে
সমাদরে করিব গ্রহণ!
বল ত্বরা, কেবা সেই ভাগ্যবান্ এই সভাস্থলে?

সংযুক্তা। পিতা, সভাস্থলে নাই তিনি।

জয়। সভাস্থলে নাই! সমস্ত ভারতবর্ষ
হেথা সমবেত—ভারত গগন ব্যাপী
সমস্ত জ্যোতিষ্ক—

সংযুক্তা। জানি পিতা, ভারত-চন্দ্রমা তুমি, বেষ্টিয়া তোমারে
হেরিলাম অগনণ নক্ষত্র বিরাজে, কিন্তু পিতা,
আকৈশোর কন্যা তব সূর্য্য উপাসিকা।
তোমার এ সভাস্থলে ভারতের দীপ্ত সূর্য্য কই?

জয়। ভারতের দীপ্তসূর্য্য! কে সে সূর্য্য তোর?

সংযুক্তা। পিতা!

জয়। অনুমানে বুঝি তোর হীন মনোভাব,

শিরায় শিরায় বহে অনল প্রবাহ !
না না, উত্তেজিত হইব না আমি।
শোন কন্যা, আদেশ আমার—
সভামধ্যে যারে হয়, এই দণ্ডে
বরমাল্য করহ অর্পণ।

সংযুক্তা। ক্ষমা কর পিতা,
পূজা আমি দানিব না অপর কাহারে,
সূর্য্য-অর্ঘ্য অধিকারী নহে কভু নক্ষত্র মণ্ডলী।

জয়। বুঝিয়াছি এতক্ষণে, কন্যাজ্ঞানে এতকাল
দুগ্ধদানে পালিয়াছি কাল ভুজঙ্গিরে।
শুনেছিনু বাঞ্ছা তোর মহিষীর মুখে,
বিশ্বাস করিনি তবু;
আমার গর্ব্বিত শির নত করিবারে,
কালি দিতে অকলঙ্ক রাঠোরের কুলে
সাপিনী নন্দিনী তুই লভিলি জনম।

সংযুক্তা। পিতা—

জয়। ভারতের দীপ্ত সূর্য্য
নাহি ওঠে নক্ষত্র সভায় !
সত্য বলেছিস তুই,
স্থান তার নাহি এ সভায়,
আজ্ঞাবাহী দাস রূপে দেখ অভাগিনী,
পৃথ্বীরাজ সূর্য্য তোর,
বেত্র করে দাঁড়ায়েছে সভার বাহিরে।

সংযুক্তা। একি পিতা—কি করেছ তুমি !

জয়। উপাস্য দেবতা তোর,

দেখ ভাল করে, হাস্যমুখে দাসরূপে
রাঠোরের আজ্ঞা পালিতেছে।
রাঠোর নন্দিনী,
বিচারিয়া কর এবে কর্ত্তব্য আপন!

সংযুক্তা। হ্যাঁ, কর্ত্তব্য করিব পিতা,
প্রদীপ্ত ভারত ভানু, বিক্রম কেশরী,
আর্য্যাবর্ত্ত রাজন্য মালার মাঝে,
সমুজ্জ্বল মধ্য মণি যিনি,
সেই মহাজনে করি এই ঘৃণ্য অপমান,
যে পাপ করেছে আজ প্রমত্ত রাঠোর,
রাঠোর নন্দিনী আমি,
সেই পাপ করিব স্খালন।
সম্মুখে জনক তুমি আরাধ্য দেবতা,
অন্তরীক্ষে সাক্ষী হও সংযুক্তার অদৃষ্ট বিধাতা,
সাক্ষী রাজগণ, সাক্ষী হও আচার্য্য ব্রাহ্মণ,
পতিজ্ঞানে বরমাল্য দানিলাম এই পৃথ্বীরাজে।

(প্রতিমূর্ত্তির কণ্ঠে মাল্য দান করিলেন।)

জয়। কি করিলি। কি করিলি ওরে লজ্জাহীনা!
শীঘ্র গতি বরমাল্য তুলে নিয়ে আয়—

সংযুক্তা। পতিরে পূজেছে সতী বরমাল্য দিয়ে,
সে মালা তুলিয়া লবে সাধ্য নাহি কারো।

জয়। পতি! আমার জীবন শত্রু পতি হবে তোর!
দেখ তবে দ্বিখণ্ডিত করি তোর দাসরূপী পতির মস্তক।

সংযুক্তা। কভু নয়। তার পূর্ব্বে নিতে হবে সংযুক্তার প্রাণ—

জয়। বাধা দিলে তাই হবে।

অবাধ্য কন্যার রক্তে সিক্ত তবে হোক মোর
শাণিত কৃপাণ—

(প্রতিমূর্ত্তিকে আঘাত করিতে অস্ত্র তুলিলেন। পৃথ্বীরাজ বাধা দিলেন। ছদ্মবেশী পৃথ্বীরাজ, গোবিন্দ ও সৈনিকগণের প্রবেশ)

পৃথ্বী। সাবধান মহারাজ,—
কন্যারে বধিয়া আর বীর-কীর্ত্তি কোর না প্রচার।

জয়। কে! কে তুই দুর্ম্মতি—

পৃথ্বী। পাণ্ডুরাজ্যেশ্বর আমি।
কী দেখিছ রাজা, চতুর্দ্দিকে ছদ্মবেশে বেষ্টিয়া তোমারে,
আমারই আজ্ঞাবাহী সহস্র সেনানী!
চলে এসো রাজকন্যা!

জয়। দাঁড়াও! বুঝিয়াছি, ছদ্মবেশে তুমি পৃথ্বীরাজ!
সাহস না হল, সম্মুখে সমরে মোরে পরাজিত কর।
ছলনায় মিথ্যা পরিচয়ে কর কন্যারে হরণ।
এই কি পৌরুষ?

পৃথ্বী। পৌরুষ! অতি ঘৃণ্য, বৃত্তিভোগী দ্বারপাল আমি,
পৌরুষের তবে মোর কিবা প্রয়োজন?
তোমার পৌরুষ গাথা, যুগে যুগে বিশ্বময় হউক ঘোষিত!
উচ্চ কণ্ঠে বলুক সকলে,
মহাবীর জয়চাঁদ রাজার কন্যারে—
দ্বারপাল লয়ে গেল তার প্রাপ্য বেতন হিসাবে।

(সংযুক্তাকে লইয়া নৌকায় উঠিলেন)

জয়। পৃথ্বীরাজ, দাঁড়াও, দাঁড়াও হোথা,
দাঁড়াও তস্কর—

পৃথ্বী। ছিঃ, তস্কর বোলো না রাজা,
কল্যাণীয় জামাতা তোমার।
শীঘ্রগতি চালাও তরণী,
নমস্কার পূজনীয় শ্বশুর ঠাকুর!

দ্বিতায় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দিল্লী। প্রাসাদ কক্ষ।

পৃথ্বীরাজ ও সমর সিংহ।

সমর। তাইতো, এ কিরূপ হল মহারাজ ?
সেদিন হইল তব শুভ পরিণয়,
নব বধূ সনে বিশ্রম্ভ আলাপে
মাস, বর্ষ, মধুরাত্রি করিবে যাপন
সাধে বাদ সাধিল তোমার
অরসিক তুর্কীরাজ মহম্মদ ঘোরী ?
ভদ্রতা, ভব্যতা নাহি,
হেন অসময়ে
ব্যতিব্যস্ত করিতে তোমারে—
আক্রমণ করিল ভারত ?

পৃথ্বী। রাজর্ষি সমরসিংহ,
দ্বারে তুর্কী সমাগত—এখনো রহস্য ?

সমর। ভগ্নীদানে যেইদিন সম্মানিত করেছো আমারে
সেই হতে রহস্যের অধিকারী আমি,
দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ শ্যালক আমার। আহা,
উচ্চারিতে জিহ্বা অগ্রে, পাই যেন
মধুর আস্বাদ।

পৃথ্বী। তবে তুমি থাক তব রহস্য লইয়া,
আমি যাই, কার্য্য আছে মোর।

সমর। 　আহা, কে থা যাবে ?
ও, সংযুক্তা সুন্দরী বুঝি
ইসারায় ডাকিছেন অন্তরাল হতে ?

পৃথ্বী। 　রাজর্ষি—

সমর। 　রাগ করিও না বন্ধু, দিব্য করিতেছি,
এবার রহস্য ক্ষান্ত। কেবল কাজের কথা—
বলিব এখন।

পৃথ্বী। 　উত্তম, বল তবে মহারাজ,
বাধা দিতে তুর্কী দলে
কোন স্থান উপযুক্ত করিয়াছ স্থির।

সমর। 　মানচিত্রে দেখ ভাই,
নিজ হস্তে চিহ্নিত করেছি।

পৃথ্বী। 　তরায়ণ ?

সমর। 　তরায়ণ, সরস্বতী তীরে।
থানেশ্বর সন্নিকটে, এই তরায়ণে
রোধিব তুর্কীর গতি। দিল্লী, আজমীর আর
মম রাজ্য চিতোর হইতে
তিন দলে সাজি সেনা এই স্থানে ভেটিবে শত্রুরে

(গোবিন্দের প্রবেশ)

গোবিন্দ। দাদা—

পৃথ্বী। 　এস ভাই, রাজর্ষি সমরসিংহ
তরায়ণে শত্রুদলে চান বাধা দিতে।
তোমার কি মত ভাই ?

গোবিন্দ। সুচিন্তিত এই নির্ব্বাচন,
কুরুক্ষেত্র সীমামধ্যে বিধর্ম্মীরে

আসিতে দিব না। পূর্ব্ব ভাগে
রোধিব তাদের।

পৃথ্বী। তবে তাই হোক—
পুণ্য সরস্বতী তীরে দেখিব এবার—
হিন্দুর অদৃষ্ট সূর্য্য উদয় শিখরে
কিম্বা যায় অস্তাচলে।
শুন ভাই, সামন্ত নৃপতিগণে, মিত্র রাজগণে,
সংবাদ প্রেরণ কর—
নিজ নিজ সেনাবল লয়ে
যথা কালে তরায়ণে হতে উপস্থিত।

গোবিন্দ। অবিলম্বে পাঠাব সংবাদ। কিন্তু—

পৃথ্বী। কিন্তু—

গোবিন্দ। বহু রাজা আমাদের আমন্ত্রণ করিবে গ্রহণ।
অরাতি রোধিতে তারা হবে অগ্রসর।
কিন্তু তবু প্রাণে মোর জাগিয়াছে অসীম হতাশা।

পৃথ্বী। কেন ভাই—

গোবিন্দ। তোমার আদেশে ভারতের চতুর্দ্দিকে
গুপ্তচর করেছি প্রেরণ—নিজে ছদ্মবেশ ধরি
দিকে দিকে করেছি ভ্রমণ!
কি বুঝেছি, কি জেনেছি সাধারণ মানুষের মন,
বলিতে সঙ্কোচ হয়, কুণ্ঠা আসে প্রাণে।

পৃথ্বী। কি দেখিলে ভাই! বিধর্ম্মী কবল হতে স্বদেশ রক্ষিতে
চাহে নাহি ভারতে জনসাধারণ?

গোবিন্দ। স্বদেশ রক্ষিবে তারা!
শুন মহারাজ, গিয়াছিনু

গঙ্গা, গণ্ডকী সঙ্গমে,
কার্ত্তিকী পূর্ণিমা দিনে বসে তথা মেলা।
নানাস্থান হতে কৃষি জীবিগণ
ক্রয় বিক্রয়ের তরে হয় তথা সম্মিলিত।
সন্ন্যাসীর বেশে দাঁড়াইনু বট বৃক্ষ মূলে।
কৌতূহলে ঘিরিয়া আমায়
সহস্র সহস্র জন দাঁড়াইল আসি।
কেহ দিল ফল মূল, কেহ তাম্রখণ্ড,
প্রণমিয়া কেহ দাঁড়াইল করজোড়ে।

পৃথ্বী। তারপর?

গোবিন্দ। কহিলাম আমি—শুন দেশবাসী,
মহা সঙ্কটের কাল হল উপস্থিত।
তুর্কী সেনাদল, শুনিয়াছ সোমনাথ
ভেঙেছিল যারা—আসিছে আবার?
এসময় কেহ রহিও না উদাসীন;
নিজ নিজ ভূপে করিও সাহায্য দান।
রাজার বিপদে প্রজার বিপদ সদা
রাখিও স্মরণ।

পৃথ্বী। কি, কি বলিল তারা?

গোবিন্দ। না বুঝিল কোন কথা, অবাক বিস্ময়ে শুধু
রহিল চাহিয়া, শুনিলাম পরস্পর জিজ্ঞাসিছে সবে,
কে তুরুক? কেন আসে?
বৃদ্ধ এক গ্রামের মণ্ডল—প্রণমি কহিল মোরে,
সন্ন্যাসী ঠাকুর, কি বলিছ,
কেন হেন দেখাইছ ভয়? আসিবে তুরুক সেনা

কি চিন্তা মোদের ? সেবায় না ডরি মোরা,
অভ্যস্ত সেবায়। রাজা, রাজমন্ত্রী, রাজগুরু, পুরোহিত,
সেনাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ, অশ্ব হস্তি পাল,
সৈনিক, প্রহরী, কার পদ নাহি সেবি !
সবে আমাদের প্রভু, সবে চাহে সেবা,
কি লাজ তুরক রাজে সেবি যদি তবে ?
রাজার প্রহরী ধরে আসি, যাব যুদ্ধে,
যা জানি করিব। জয়ী হয় মহারাজ,
দিব পূজা বলি। জয়ী হয় তুর্কী-রাজ,
বসে সিংহাসনে, দিব কর।
বাস্তু মাতা থাকুন মস্তকে।

সমর। পুষ্প পুরে বৌদ্ধ রাজা
কি বলিল শোনো। ব্রাহ্মণের বেশে
মম দূত সেথা গিয়ে কহিলা রাজারে,
মহারাজ, বীর পৃথ্বীরাজ—
স্বদেশ স্বধর্ম্ম তরে প্রাণ আপনার
করেছেন যুদ্ধে পণ। হিন্দু বৌদ্ধ এসময়ে
হলে সম্মিলিত সাধ্য নাহি তুরুকের
প্রবেশে ভারতে।

পৃথ্বী। কি উত্তর দিল রাজা ?

সমর। বলিল, ব্রাহ্মণ, তুমি চৌহাণের চর,
এসেছ কৌশল করি
সেনা অর্থবল মোর করিতে নিয়োগ
চৌহানের শত্রুজয়ে। বৃথা এ প্রয়াস,
নহি অর্ব্বাচিন আমি। নাহিক বিবাদ মোর

তুরুকের সাথে। চৌহানের পক্ষ লয়ে
কেন তবে অকারণে ঘাঁটাইব তায়!

(চাঁদ বরবাইয়ের প্রবেশ)

চাঁদ। মহারাজ—

পৃথ্বী। এসো চাঁদকবি,
দাক্ষিণাত্য হতে তুমি কি সংবাদ আনিয়াছ বল?

চাঁদ। অসীম ঔদাস্য শুধু দাক্ষিণাত্য ঘিরি!
তুর্কীর বিক্রমবল, হিন্দু ধর্ম্ম-দ্বেষ,
না ভাবে, না বুঝে তারা।
হয়েছে বিস্মৃত সোমনাথ ধ্বংস!
গর্ব্বে কহে কোন জন—
কার শক্তি বিন্ধ্য গিরি পারে লঙ্ঘিবারে,
মরিবে তুরুক যদি প্রবেশে এ দেশে।
কেহ কহে "জাতিগর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্তবাসী
অবজ্ঞা উপেক্ষা করে দাক্ষিণাত্য জনে,
কিষ্কিন্ধ্যা নিবাসী বলে করে উপহাস।
হয় যদি নিগৃহীত তুরুকের করে—
কি ক্ষতি মোদের তাহে, ভাঙ্গুক গরব।"

পৃথ্বী। নিগৃহীত দাক্ষিণাত্য…অভিমান ভরে
আপনার পদে হানে আপনি কুঠার।
থাকুক তাদের কথা!
পূজ্য সাধুগণ—
ত্রিবেণী সঙ্গমে যবে তুঙ্গাচার্য্য সনে
হল তাদের সাক্ষাত,
বলিলেন গুরুদেব—

"এসো সাধুগণ, আসিছে তুরুক সেনা,
এ সঙ্কট কালে কাতরা ভারত মাতা
ডাকেন সবারে।" শিরে কুণ্ডলিত জটা,
ভস্মাবৃত দেহ, জ্ঞানী সাধু জিজ্ঞাসিল—
কে ভারত মাতা? কারে উদ্ধারিতে বল!
কেহ বলে সংসার বিরাগী সাধু
নাহি ধন-জন কি লইবে তুর্কী তবে,
ধর্ম্মমাত্র নিত্য—অনিত্যের তরে
পূজা পাঠ যাগ যজ্ঞ কি হেতু ত্যজিব।
পুনঃ কেহ উর্দ্ধনেত্রে বলে মায়া বিজৃম্ভিত বিশ্ব
কেবা রাজা, প্রজা কেবা,
জেতা কেবা জিত।

সমর। তুরুকের আক্রমণে বিন্দুমাত্র
নাহি ছিল ভয়। ভয় এই দেশব্যাপী
ঔদাস্যে হিন্দুর।

পৃথ্বী। সত্য বলিয়াছ রাজা
বুঝিতে না পারি—
শিরোদেশে যাঁর দাঁড়াইয়া হিমাচল
মহারুদ্ররূপী পদপ্রান্তে গর্জ্জে হিন্দু তাণ্ডবলীলায়
যে দেশে জনমে, সিংহ, শার্দ্দূল গণ্ডার।
যে দেশে জনমে শাল, তাল, বজ্র বপু
সে দেশে জনম লভি কেন আর্য্যসুত
এমনি ঔদাস্যে মত্ত দৃঢ়তা বিহীন!

গোবিন্দ। মহারাজ!

পৃথ্বী।　যে হোক সে হোক
অস্ত্র ও শৃঙ্খল মোরে
পাঠিয়েছে মহম্মদ ঘোরী।
পদাঘাত করি তার দাসত্ব শৃঙ্খলে
তরবারি করেছি গ্রহণ। হিন্দুর বাহুর বল
তরায়ণ যুদ্ধক্ষেত্রে দেখাব তুরুকে।
যাও ভাই—
প্রত্যূষে করিতে হবে সমর উদ্যোগ!
রাত্রি সুগভীর হল, রাজর্ষি সমর সিংহে
লয়ে যাও বিশ্রাম ভবনে!

দ্বিতীয় দৃশ্য

কনোজ প্রাসাদ। জয়চন্দ্র, তুঙ্গাচার্য্য ও মলয়াবতী।

জয়চাঁদ। গুরুদেব করুণ শ্রবণ

বুঝিয়েছি তুরুকের লইলে আশ্রয়

দাসত্ব শৃঙ্খল শেষে পরিব নিশ্চয়।

তথাপি যদ্যপি পারি

পাপিষ্ঠ চৌহানে শাস্তি দিতে

নাহি শোক সেই অপমানে।

যে অনল দিবা নিশি অন্তর দহিছে

ব্রহ্মাণ্ডে তা হতে কিছু নাহি ক্লেশকর।

তুঙ্গাচার্য্য। বৎস কি হেতু এ অন্তর বেদনা

ভেবে দেখ,

সংযুক্তারে আশীর্ব্বাদ করেছিলে তুমি

যোগ্য পতি লভ বলি। সভামধ্যে

পৃথ্বীরাজ হতে যোগ্যতর কেবা ছিল আর?

জয়চাঁদ। জানি দেব, যোগ্য পৃথ্বীরাজ,

কিন্তু সে আসিয়া কেন সভামধ্যে বসিল না

তস্করের প্রায় কি কারণ সংযুক্তারে করিল হরণ?

তুঙ্গাচার্য্য। সভামধ্যে কেমনে বসিবে?

এসেছেন দ্বারদেশে পাণ্ডু রাজ্যেশ্বর

এই কথা শুনি তুমিই আদেশ দিলে

অপেক্ষিতে সভার বাহিরে।

দাক্ষিণাত্যে পাণ্ড্যরাজ করিয়া শ্রবণ

পাণ্ডুরাজ্য দিল্লী তব হল না স্মরণ?

পৃথ্বীর কি দোষ! সংযুক্তা স্বেচ্ছায়

প্রতিমূর্ত্তি বরিল তাহার? ধর্ম্ম পত্নী ত্যজি
সে কি বৎস গৃহে ফিরে যাবে?
নিজে করিয়াছ ভ্রম,—
কন্যা জামাতার প্রতি অকারণ কেন কর রোষ?

জয়চাঁদ। পাণ্ড্য রাজ্যেশ্বর দাক্ষিণাত্য বাসী
মন্ত্রী বুঝাইল মোরে, তা হল ভ্রম!
করি প্রবঞ্চনা, পাপিষ্ঠ কন্যারে মোর
করেছে হরণ, ছদ্মবেশে প্রতারিল
সভাসদগণে—মিত্র সৈন্যছলে
সেনা রাখিল গোপনে! সকলি জানে দেব,
তবু পৃথ্বীরাজ গুণে তব বিমুগ্ধ অন্তর।
উভয়েই শিষ্য আপনার।
তার প্রতি কেন গুরু এত পক্ষপাত—

মালাবতী। ছিঃ ছিঃ! একি কথা!

তুঙ্গাচার্য্য। এতদিন পরে
পক্ষপাতি আমি স্থির করিলে অন্তর।
যা ইচ্ছা করিতে পার, আর কিছু বলিব না আমি
তোমার মঙ্গল হোক এই শুধু চাই।

মালাবতী। গুরুদেব ত্যাগ করে আমাদের যাবেন না প্রভু!
পায়ে ধরি করুন মার্জ্জনা!

তুঙ্গাচার্য্য। ওঠ মাতা—

জয়চাঁদ। ক্ষমুন আমারে গুরু। ভিক্ষা মাগি পদে
কিন্তু দেব, দগ্ধ যার হতেছে হৃদয়
শান্ত তার হবে উক্ত কি তাহে বিস্ময়।

তুঙ্গাচার্য্য। জয়চন্দ্র—

জয়চন্দ্র। প্রভু, সন্ন্যাসী আপনি
সংসারীর মনে কত সাধ কত আশা
আপনারে কেমনে বুঝাব।
আদর্শিণী কন্যা আর জামাতারে লয়ে
ভেবেছিনু কত সুখী হ'ব দুজনে।
গৌরবে দোঁহারে লয়ে দেখাবো সবায়,
মৃগয়ায় লয়ে যাব, লয়ে যাব তরণী বিহারে।
কন্যা শোভ্য কত রূপ বসন ভূষণ
রেখেছিনু আহরণ করি।
সব বৃথা হল, আশা পুড়ে ছাই হয়ে গেল।
অপমান করি মোরে পাপিষ্ঠা নন্দিনী
রাঠোরের চিরশত্রু চৌহানে বরিল!
বন্দিনী করিয়া যদি আনিবারে পারি
বেত্রাঘাতে পিতৃভক্তি শিখাব কন্যারে।
মলয়া। প্রভু যা হবার হয়ে গেছে
ফিরিবার পথ নাহি আর
করুন মার্জ্জনা তারে।
সুখী তো হয়েছে তারা।
জয়চাঁদ। সুখী।
মলয়া। সকলে জানায় মোরে
পৃথ্বীরাজ সংযুক্তারে ভালবাসে
প্রাণের অধিক। ব্যস্ত সে সময় সজ্জালয়ে।
রাজ্যের সকল ভার সংযুক্তারে দেছে
দান ধ্যান, প্রজার পালন
সব করে সংযুক্তা আরাম।

এত গুণ ছিল তার,
মাতা আমি কোনদিন বুঝিতে পারিনি।
উজ্জ্বল এ দুই বংশ সংযুক্তার গুণে
প্রভু, তার প্রতি রোষ তব কর পরিত্যাগ!

জয়চন্দ্র। নিজ কার্য্যে যাও রাণী,
কহিও না কোন কথা আমাদের মাঝে!
থাকো পূজা পাঠ লয়ে
রাজকার্য্যে নাহি তব কোনো অধিকার?
নারী হয়ে এত স্পর্দ্ধা?
মোরে চাও উপদেশ দিতে?

তুঙ্গাচার্য্য। জয়চন্দ্র!

জয়চন্দ্র। জন্মেছিলে অন্নহীন দরিদ্রের ঘরে
রাজগৃহে আনিলেন মাতা
শুনেছ সংযুক্তা বহু পেয়েছে ভূষণ
তাই একেবারে তব গলে গেছে মন।
বংশের গৌরব মোর নাহি ভাব মনে
তুমি যে রাঠোর রাজ্ঞি
একবারও সেই কথা পড়ে না স্মরণে।
শুন রাণী কহি স্পষ্ট বাণী
বার বার হেন রূপে উত্যক্ত করিলে
কনোজ পুরীতে স্থান হবে না তোমার।

তুঙ্গাচার্য্য। ধিক্ ধিক্ তোমা জয়চন্দ্র
ক্রোধবশে দেখিতেছি লুপ্ত তব জ্ঞান
এমন দুর্ব্বাক্য তাই বল মহিষীরে
লক্ষ্মী স্বরূপিনী নারী পূজার্হা দেবতা

মোহবশে সে নারীরে হেন অপমান !
এই পাপে, এই পাপে আর্য্যাবর্ত্ত ডুবিছে অতলে !
থাকুক এ সব কথা শুন জয়—
সংযুক্তা ও পৃথ্বীরাজ পাঠায়েছে মোরে !
চৌহানের মান যদি রক্ষা হয়
যা বলিবে, পৃথ্বীরাজ সেই কার্য্য
করিবে নিশ্চয়। বল বৎস, কিসে তুষ্ট হও তুমি
কিসে তব দূরীভূত হয় এই রোষ !

জয়চাঁদ। অন্তরে জ্বলিছে মোর বাড়ব অনল।
নিভিবে না সে অনল
ঢালিলেও সপ্ত সিন্ধু জল।
দূরীভূত হবে রোষ ?
হা রোষ মম ঘুচিবে তখন
যখন শুনিব কর্ণে—সংযুক্তা বিধবা !

তুলাচার্য্য। নারায়ণ—নারায়ণ—

মলয়া। রক্ষা কর রক্ষা কর শুভঙ্করী মাতা।

রাজমাতা। জয়চন্দ্র—

জয়চাঁদ। মাতা—

রাজমাতা। অন্তরাল হতে শুনি।
না আসিয়া পারিনু হেথায়
ধিক্ শত ধিক্ তোরে।
শুনিয়াছি সাপ, বাঘ নিজ শিশু খায়
তারও চেয়ে খল তুই।
তোর জন্মপত্রী লয়ে স্বর্গগত মহারাজ

কহিলা আমারে—
জন্মিয়াছে এই যে কুমার
ধরাতলে দুর্য্যোধন এসেছে আবার
সাধু তিনি, তাঁর বাক্য হয় কি নিষ্ফল
বুঝিতেছি স্থির, তোর হতে
রাজ্য, ধর্ম্ম, সব হবে লয়।

জয়চাঁদ। মাতা—

রাজমাতা। কি আশ্চর্য্য
সংযুক্তা বিধবা তুই উচ্চারণ
করিলি কেমনে—না আর নয়,
অনেক সয়েছি আমি আর রহিব না তোর
এই পাপগৃহে! মাতার অধিক
মোরে মানে পৃথ্বীরাজ—বধ সংযুক্তার
কাছে কি লজ্জা আমার।

মলয়া। যেয়ো না মা আমি তো তোমার পদে
করি নাই দোষ। কেন মা ত্যজিবে মোরে?
ছিনু মাতৃহীন, মাতৃস্নেহে তুমি মোরে
করেছ পালন, কি দোষে ত্যজিয়া যাবে?
যদি মহারাজ তব না রাখেন মান,
আমি মা গঙ্গার জলে দেহ বিসর্জ্জিব।
গিয়াছে সংযুক্তা তুমি মা চলিয়া গেলে
দুঃখ বেদনার ক্ষণে
কার কাছে করিব ক্রন্দন।

রাজমাতা। মা কল্যানী আমার!

মলয়া। আর নয় মুছে ফেল আঁখি জল মাগো—
যেখানে তোমার অশ্রু পড়িবে জননী

সেইখানে জ্বলিবে অনল।

এসো মাতা গৃহে ফিরে এসো— [উভয়ের প্রস্থান

তুঙ্গাচার্য্য। দেখো বৎস একবার

কী অনল জ্বালায়েছ আপনার গৃহে

দগ্ধ হইতেছ নিজে…সে অনলে পুড়িছে সকলে

এখনও আছে পথ

রাখ অনুরোধ,

সম্মিলিত হও বৎস, পৃথীরাজ সনে।

তুর্কীর কবল হতে রক্ষ এ ভারতে।

জয়চাঁদ। উপায় নাহিক আর।

করুণ শ্রবণ, নৃসিংহ গোচরে

শোণিত অক্ষরে আমি তুর্কী রাজসনে

সন্ধি করেছি স্বাক্ষর—

তুঙ্গাচার্য্য। তুর্কী সনে সন্ধির স্বাক্ষর?

জয়চাঁদ। হ্যাঁ প্রভু এইমাত্র পারি আমি করিতে স্বীকার

নিজ হস্তে রণক্ষেত্রে অস্ত্র ধরিব না।

সৈন্য দিব তুর্কীরাজে, আর দিব হস্তী যূথ মম!

তুঙ্গাচার্য্য। ধিক্ ধিক্ কি করিলে জয়চন্দ্র তুমি—

জয়চন্দ্র। জানি গুরু

ধর্ম্মদ্রোহী, দেশদ্রোহী আমি,

ইহকাল পরকাল ডুবিল আমার,

যতদিন হিন্দুজাতি রবে ধরাতলে

জয়চাঁদ নাম হতে এ কলঙ্ক ঘুচিবে না কভু

তথাপি:তথাপি গুরু প্রতিজ্ঞা পালিব।

চৌহান চূর্ণিয়া শেষে জীবন অর্পিব।

তৃতীয় দৃশ্য

নাট্যশালা

পৃথ্বীরাজ ও সংযুক্তা

পৃথ্বী। এসো দেবি, রাজ্যভার দানিয়া তোমারে,
অস্ত্রাগারে, বস্ত্রাবাসে, নগরের চারিভিতে
প্রাচীর নির্ম্মাণে, হস্তীঅশ্ব সঞ্চালনে,
সেনানী সজ্জায়, রাত্রি দিন রয়েছি ব্যাপৃত।
সংবাদ লইতে তব অবকাশ হয়নি আমার।
অপরাধ লইয়ো না দেবি—

সংযুক্তা। ছিঃ ছিঃ ওকি কথা প্রভু,
স্বামী মোর ভারত-ভাস্কর,
রক্ষিবারে জন্মভূমি শত্রু কর হতে
নিদ্রাহীন নিশি জাগরণে
করিছেন সমর উদ্যোগ!
তোমার সঙ্গিনী আমি—সে কারণ
মনঃক্ষোভ হইবে আমার?

পৃথ্বী। সংযুক্তা—

সংযুক্তা। কৈশোর হইতে সাধ
নিজহস্তে রণবেশে সাজাব তোমায়।
অসি, শূল, ধনুর্ব্বাণ, বর্ম্ম, চর্ম্ম আদি,
মায়ের আশীষ পুষ্পে মন্ত্রঃপূত করি
সযতনে রেখেছি সাজায়ে।
স্বহস্তে পরায়ে তোমা কালিপ্রাতে পাঠাইব রণে,
বিজয় গৌরব লয়ে এসো গৃহে ফিরে!

পৃথ্বী। ভাগ্যলক্ষ্মী তুমি মোর।
বিজয় লভেছি, যবে লভেছি তোমারে।
কিন্তু দেবি, মনে রেখো—নহে একবার,
হেন সাজে বহুবার সাজাতে হইবে।

সংযুক্তা। কেন প্রিয়তম—

পৃথ্বী। কেন! আর্য্যাবর্ত্ত বাসীদের অস্থি মজ্জা মাঝে
কত গ্লানি, কত পাপ, যুগান্তের কত অপরাধ
ধীরে ধীরে হয়েছে সঞ্চিত···বুঝিতে যদ্যপি দেবি,
সুধাতে না মোরে। আত্মকৃত অপরাধে
হীন বল হয়েছি আমরা,
পরাজয় মানি যদি ফেরে তুর্কি দল—
আবার আসিবে ফিরে,
আঘাতে আঘাতে যতদিন আর্য্য সভ্যতার
এই জীর্ণ মহীরুহ নাহি হয় ভূমিসাৎ—
ততবার করিবে আঘাত।

সংযুক্তা। একি কথা বল প্রভু?
অনাগত আশঙ্কায় হিয়া কেঁপে ওঠে!
কিসে পাপ, কিসে মহা অপরাধ
করিয়াছে আর্য্যাবর্ত্ত-বাসী
যার তরে হেন বাণী কহ!

পৃথ্বী। প্রিয়তমে, বর্ত্তমান ভারতের
মানচিত্র দেখিতে কি চাহ?
চাহ কি দেখিতে ভারত জীবন রঙ্গ
মম নাট্য গৃহে?

সংযুক্তা। ভারত জীবন রঙ্গ!

পৃথ্বী।　　সুনিপুণ চিত্রকর আঁকিয়াছে ছবি,
সেই চিত্র পটে মূক-নৃত্যে নটনটী
ভারত জীবন রঙ্গ করে অভিনয়!
দেখিয়াছি আমি,
তোমারে দেখাতে দেবি,
শিল্পীগণ আছে প্রতীক্ষায়!
কই শিল্পী, নৃত্য-নাট্য দেখাও দেবীরে!

(আলোক জ্বলিল ; নৃত্য আরম্ভ হইল)

পৃথ্বী।　　কি দেখিছ দেবি—

সংযুক্তা।　　দেখিতেছি, হিমাচল হতে অই
রজত প্রবাহে নামিছেন ভাগীরথী!
তটে দাঁড়াইয়া পুণ্য-কামী নরনারী!
স্তব করে কেহ, কেহ বাজাইছে শঙ্খ, কেহ দেয় দীপ!
কিন্তু একি,
কে, ওরা ছুটিয়া এল সন্ন্যাসীর দল!
দুই দলে তুমুল সংগ্রাম! রুধিরের ধারা বহে
জাহ্নবীর তটে! একি হল প্রভু?

পৃথ্বী।　　বুঝিলে না দেবি, শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধু,
কুম্ভ যোগ দিনে ব্রহ্মকুণ্ড স্নানে
কার অগ্রে অধিকার···শ্রেষ্ঠ কেবা হরি কিম্বা হর···
এই লয়ে বিসংবাদ, এত রক্ত পাত।
তারপর দেখ দেবি, দাক্ষিণাত্য ছবি—

[পুনঃ নৃত্য]

কি দেখিলে দেবি—

সংযুক্তা।　　ভুক্ত অবশেষ পাত্র ফেলে ভৃত্যগণ,

তরুতলে বসি ভিখারিণী, ক্রোড়ে তার
শিশুপুত্র, ক্ষুধার্ত্ত সন্তান লাগি
আবর্জ্জনা স্তূপ হতে কিছু খাদ্য চায়।
পরিবর্ত্তে লোষ্ট্র খণ্ডে হায়,
মাতা পুত্র উভয়ের বিন্ধিল ললাট!
অশ্রুসিক্তা ভিখারিণী শিশুরে দানিল
অন্ন কুক্কুর উচ্ছিষ্ট,
পিপাসার্ত্ত শিশু যবে জল বিন্দু চাহিল কাতরে—
সম্মুখে নির্ম্মল বাপী, তবু নারী পুত্র বুকে লয়ে,
কি হেতু ছুটিল প্রভু বালুকার পথে ?

পৃথ্বী। অস্পৃশ্য পারিয়া জাতি,
ব্রাহ্মণের গ্রামে বাপী স্পর্শে নাহি অধিকার,
তাই ছুটিয়াছে নারী নদী জল পানে!
পাপিনীর পাপদৃষ্টি দৈবে যদি
খাদ্য দ্রব্যে পড়ে, অপবিত্র হইবে সকল।
তাই উত্তেজিত বিপ্র লোষ্ট্রাঘাত করিল তাহারে।
দেখিলে তো, কুক্কুর ভোজন করে
তাহে নাহি দোষ, দোষ হয় নরশিশু করিলে ভোজন।
বিশ্ব বন্ধু বিপ্র, দাক্ষিণাত্যে
হের তার অদ্ভুত আচার!
রঘুনাথ রামচন্দ্র—
চণ্ডালে বাঁধিলা যেথা প্রেম আলিঙ্গনে,
জাতি দর্প হের সেথা দেবি!

সংযুক্তা। প্রভু!

পৃথ্বী। দেখিয়াছ হরিদ্বার ভারত উত্তরে,

দেখিলে দ্রাবিড় ভূমি ভারত দক্ষিণে।
এবে হের পশ্চিমে গুর্জ্জর।

[পুনঃ নৃত্য]

পৃথ্বী।　কি দেখিলে দেবি ?

সংযুক্তা　দেখিলাম বিশাল মন্দির। সন্ধ্যার আরতি হল
আরব্ধ তথায়। ধূপ গুগ্‌গুলের গন্ধে
আমোদিত পুরী, পূজক দর্শকে পূর্ণ
মন্দির প্রাঙ্গণ। সুবেশা সুরূপা নারী
নৃত্যে মাতোয়ারা। নৃত্য যবে শেষ হল,
সমাপ্ত আরতি, নিবিল· আলোক শিখা—
তারপর প্রভু,
দর্শক পূজক আর নর্ত্তকীর দল—
অন্ধকারে মিলাইল কোথা ?

পৃথ্বী।　প্রিয়তমে, দেবদাসী এরা।
চির ব্রহ্মচর্য্য লয়ে
দেবতার সেবা-ব্রত ইহাদের।
কিন্তু পাপাসক্ত নর ডুবিতেছে নিজে,
আর ডুবাইছে এই অভাগিণী নারীগণে।
শাস্ত্র আমাদের শিখায়েছে
সুকঠোর ইন্দ্রিয় সংযম।
কিন্তু হায়, দেবের মন্দিরে দেখ—
কি হয়েছে পরিণাম তার !

সংযুক্তা।　এত পাপ—এত পাপ এখনও
সহিছে দেবতা ! কাল বজ্র
এখনও পড়ে না মস্তকে !

পৃথ্বী। অধীর হোয়ো না দেবি !
উত্তর দক্ষিণ আর দেখিলে পশ্চিম।
দেখ এবে পূর্ব্ব প্রান্ত ভাগ।
বঙ্গ বিহারের মাঝে ধর্ম্ম নামে
তান্ত্রিকের যত স্বৈরাচার—

(নৃত্য)

পৃথ্বী। কি দেখিলে দেবী !

সংযুক্তা। সুপ্রশস্ত সঙ্ঘারাম। অদূরে তাহার
দেখিলাম শক্তি পীঠ। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ
গুপ্ত সিদ্ধি তরে
চণ্ডাল কুমারী লয়ে বসিল বিরলে। অদূরে তাদের প্রভু,
চক্র বিরচিয়া ভৈরব ভৈরবী দল বসিল গোপনে,
কি যে পূজাবিধি কিছু না পারি বুঝিতে !
বীরাচারে কেহ নরমুণ্ড ধৃত করে
রক্তের তিলক ভালে নাচিল উল্লাসে !
চাহি না দেখিতে আর এই—এই নৃত্য লীলা !
ক্ষান্ত কর, ক্ষান্ত কর প্রভু !

পৃথ্বী। সংযুক্তা…সংযুক্তা…

সংযুক্তা। এ কি দৃশ্য দেখালে আমায় ?
ভারত জীবন রঙ্গ এই যদি হয়,
কিবা তবে পরিণাম ? এ জাতির উদ্ধার কোথায় !

পৃথ্বী। ব্যাকুলা হোয়োনা প্রিয়ে, হোয়ানা চঞ্চল।
ব্যাধি আছে, আছে উপশম,
পতনের সঙ্গে আছে নব অভ্যুত্থান,
আছে নিদ্রা সঙ্গে তার আছে জাগরণ !

মৌন মূক মুখে মোরা দিব নব ভাষা,
ধ্বনিয়া তুলিব প্রাণে নবোদিত আশা।
স্বেচ্ছাচার—আনাচার অজ্ঞতার ঘন অন্ধ নিশা
সুনিশ্চিত হবে অবসান।
লক্ষ কোটী সন্তানের আত্ম-বলিদানে
শোণিত রঞ্জিত মূর্ত্তি তপন কিরণে
ভারত অদৃষ্ট লক্ষ্মী ওই.. ওই মত উদিবে
আবার!

[ভারত মাতার মূর্ত্তি দেখা গেল। উভয়ে প্রণাম করিলেন]

চতুর্থ দৃশ্য

দিল্লী। যমুনাতীর। দুর্য্যোগ রাত্রি।

(মহম্মদ ঘোরী ও শহেলী বাঈএর প্রবেশ)

মহম্মদ। এ তোমার কি খেয়াল শহেলী বাঈ? এ তুমি আমায় কোথায় নিয়ে এলে?

শহেলী। কেন, দিল্লীতে যমুনার তীরে।

মহম্মদ। তোমার ওপর আমার অনন্ত বিশ্বাস। নইলে আর কারুর কথায় এই সুদূর পথ অতিক্রম করে এই রাত্রি কালে কখনো শত্রুর নগরে প্রবেশ করতুম না। যাত্রাকালে বলেছিলে, এখন কিছু বলবে না; তাই প্রশ্ন মাত্র জিজ্ঞাসা না করে তোমার সঙ্গে চলে এসেছি! বল শহেলী বাঈ, এখনো কি আমায় বলবার সময় আসেনি?

শহে　　কি?

মহম্মদ। কেন নিয়ে এলে এখানে?

শহেলী। তার আগে বলুন তো, আপনি পিশাচ, ডাকিনী বিশ্বাস করেন ?

মহম্মদ। পিশাচ, ডাকিনী ? ওঃ হাঃ হাঃ হাঃ, হ্যাঁ, শুনেছি, তারা তোমাদের রূপকথার মুলুকে থাকে···আর তাদের বিশ্বাসী ভক্তদের ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খায়।

শহেলী। পরিহাস করবেন না, তারা রেগে গেলে অবিশ্বাসীকেও ছাড়ে না ; তারও ঘাড় ভাঙ্গতে জানে !

মহম্মদ। বটে ! হাঃ হাঃ হাঃ ! তা এই সুদূর দিল্লীতে আমায় নিয়ে এলে কি সেই ডাকিনীর, রূপকথা শোনাতে ?

শহেলী। শোনাতে নয় দেখাতে।

মহম্মদ। দেখাতে !

শহেলী। হাঁ, আজ এক ডাকিনীর সঙ্গে আমাদের দেখা হবে ?

মহম্মদ। সে কি !

শহেলী। হাঁ, হিন্দুস্থান সীমান্তে প্রবেশ করেই তার সঙ্গে এক রাত্রিকালে দেখা হয়েছিল। দেখেই ভয়ে চমকে উঠ্‌লুম—সে হেসে বললে, ভয় নেই। আমার সমস্ত অতীত জীবন সে যেন নখ-দর্পনে দেখে বলে গেল ! একটী কথা তার মিথ্যা নয়।

মহম্মদ। বিচিত্র কাহিনী—

শহেলী। বললুম "ভবিষ্যত বল", সে বললে৹ আজ নয়···ভাদ্দর মাসের অমাবস্যার রাত্রে দিল্লীর উত্তর দিকের মহাকাল শ্মশানে যাস্, আমার দেখা পাবি। ভবিষ্যত বলব সে দিন।

মহম্মদ। তোমার কথা শুনে তাকে দেখবার জন্য কৌতুহল হচ্ছে শহেলী বাঈ ! কিন্তু ভাবছি, আজ এই ভীষণ দুর্য্যোগের রাতে সে কি আসবে ?

শহেলী। এমনি দুর্য্যোগেই তার দেখা পাওয়া যায়। এই ভাদ্দরের

অমাবস্যার চেয়েও সে ভয়ঙ্করী, ওই ভরা যমুনার গর্জ্জনের চেয়েও তার কণ্ঠস্বর আরও ভয়ঙ্কর। তার মূর্ত্তি দেখলে, জোর করে বলতে পারি, এত বড় মহাবীর আপনি, আপনাকেও একবার ভয়ে কেঁপে উঠ্‌তে হবে।

মহম্মদ। বল কি! ভয়ে কেঁপে উঠ্‌ব!

শহেলী। বেশ তো, দেখা হলেই বুঝতে পারবেন। শ্মশানে যে সব মৃতদেহ দাহ করতে নিয়ে আসে—ডাকিনী সেই শব দেহ থেকে ছিন্নকন্থা তুলে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে থাকে, গলায় হাড়ের মালা, কাল সাপের মত জটার কুণ্ডলী পিঠে এলিয়ে পড়েছে, ঠুন ঠুন ঘুঙ্গুর বাজিয়ে সে চলে, সঙ্গে চলে তার বুনো শেয়াল। সেই কাজল আর সিন্দুর মাখা মুখ, সেই তার অট্টহাসি·· ···যে একবার দেখেছে, যে একবার শুনেছে···জীবনে সে কখনো ভুলতে পারবে না।

মহম্মদ। শহেলী বাঈ—

শহেলী। সে এসে আজ আমাদের ভবিষ্যত বলবে। আর শুধু সেজন্তও নয়—আপনাকে তার কাছে নিয়ে এসেছি কেন জানেন?

মহম্মদ। কেন?

শহেলী। শুনেছি সে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের মৃত্যু কামনা করে।

মহম্মদ। পৃথ্বীরাজের মৃত্যু কামনা?

শহেলী। হাঁ, যমুনার তীরে শুকনো কাঠ দিয়ে চিতা সাজিয়ে পৃথ্বীরাজকে উদ্দেশে ডাকে "আয়-আয়-আয়, বিছানা সাজিয়ে দিয়েছি, ঘুমাবি আয়।" চিতা সাজিয়ে তার মন ওঠে না—বলে, "না, এতে দুজনের যায়গা হবে না, আরও বড় করে সাজাব, আরও বড় করে।" দিনের পর দিন পৃথ্বীরাজ আর তার রাণীর জন্য ডাকিনী কেবল চিতাই সাজিয়ে রাখছে!

মহম্মদ। তোমার কথা যদি সত্য হয়, তাহলে এই ডাকিনীর কাছে

এনে তুমি আমার মহা উপকার সাধন করেছ শহেলী বাঈ। কিন্তু বলতে পার—কেন···কেন সে পৃথ্বীরাজের মৃত্যু কামনা করে? কেন তার এই আক্রোশ?

শহেলী। হজরৎ, আপনি আল্হা উদালের কাহিনী শুনেছেন?

মহম্মদ। আল্হা উদাল! হাঁ, শুনেছি তারা ছিল দুটী যমজ সহোদর। ভারতে তারা ছিল শ্রেষ্ঠ মল্ল-যোদ্ধা। শুধু ভারতে কেন, তাদের অমানুষিক দৈহিক শক্তির খ্যাতি ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে সুদূর গজনী নগরীতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। শুনেছি সেই দুই মল্ল যোদ্ধাকে পৃথ্বীরাজ অসি যুদ্ধে নিহত করেছে।

শহেলী। সত্য শুনেছেন। হিন্দুস্থানের প্রবাদ, সেই আলহাউদালকে এই ডাকিনী শিশুকালে স্তন দুগ্ধ দিয়ে পালন করেছিল। তাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য ডাকিনী শ্মশানে প্রেত সাধনা করেছে, পিশাচ-সিদ্ধা হয়েছে। জীবনে তার একমাত্র কামনা—পৃথ্বীরাজের মৃত্যু।

নেপথ্যে মেঘা। "আয়·· আয়···আয়"

মহম্মদ। ওকি!

শহেলী। ওই ওই তার কণ্ঠস্বর! ওই দেখুন হজরৎ, শ্মশানে চিতার আগুন জ্বলে উঠেছে! সেই চিতা পার্শ্বে ঐ সে ডাকিনী···!

মহম্মদ। কি বিভৎস মূর্ত্তি! ওকি! ডাকিনী ওকি কচ্ছে? অর্দ্ধদগ্ধ গলিত শবদেহ চিতা থেকে তুলে নিয়ে এসে খড়্গ দিয়ে কাটছে। দুর্গন্ধ গলিত দেহের অস্থি মজ্জা দুহাত দিয়ে শবদেহ হতে তুলে নিচ্ছে! তারপর সেই অস্থিমজ্জা পালিত শৃগালকে খেতে দিচ্ছে! কি ভয়ঙ্কর! একি মানবী, না সত্যই পিশাচী?

শহেলী। ওই বুঝি নাচছে, গান গাইছে, নরমুণ্ড নিয়ে লুফালুফি খেলছে।

মহম্মদ। এদিকেই এগিয়ে আসছে না ?

শহেলী। হাঁ, আসুন, আগে অন্তরালে সরে আসুন।

(উভয়ের প্রস্থান। অপর দিক দিয়া মেঘার গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

(গীত)

ধূ ধূ ধূ ধূ ধূ আথোরী মাঠ
নাহি তৃণ তরু নাহিক বাট
দপ্ দপ্ দপ্ আলেয়া
　　　　জ্বলিছে ঐ।
সঙ্গী করেছি তাল বেতাল
খুঁজিয়া ফিরিছে নিজে মহাকাল
কোথারে দুভাই...
　　　　কোথায় আমার আলহাউদাল কই ?
হা হা হা হা হাসি আয়রে পিশাচী
নৃমুণ্ড মালিনী আয় আয় নাচি,
হয়েছে সময় রক্ত পিয়াব আয়।
এসেছে শমন ভারতের দ্বারে
পূরিবে গগন ভীম হাহাকারে
খর্পর দেরে তপ্ত রক্ত দুহাতে ভরিয়া লই॥

আয়···আয়···আয়···(মহম্মদ ঘোরী ও শহেলী বাঈ-এর প্রবেশ)
কে! ওঃ তুই এসেছিস। দাঁড়া ··দাঁড়া·· তুই আবার কে রে ? হুঁ তুইও এসেছিস ; সাহস তো দেখি বেশ ; তা না হলে কেন স্পর্দ্ধা হবে মনে, গ্রাসিতে হিন্দুর দেশ। বল···বল····কি জানতে এসেছিস বল—

মহম্মদ। শুনলুম তুমি মানুষের জীবনের অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যত সব দেখতে পাও। তা হলে বলতো, কবে আমাদের যুদ্ধে জয় হবে ?

মেঘা। যুদ্ধ জয় ? হবে···হবে, ভবিষ্যতে হবে। এখন কিছুতে নয়।

মহম্মদ। এখন নয় কেন ?

মেঘা। নিজে বৃহস্পতি কেন্দ্রস্থিত তার, আছে বহু সুখ ভোগ। সিদ্ধি সর্ব্বকার্য্যে, যাবৎ না ঘটে প্রতিকূল গ্রহযোগ !

মহম্মদ। তার প্রতি, গ্রহ কবে প্রতিকূল হবে ?

মেঘা। কণোজ নগরে গিয়ে একবার দেখে আয় সাবধানে, কোন্ কোন্ গ্রহ কোথা করে স্থিতি গোধূলির অবসানে। কহিস আসিয়া, করিব গণনা, যুদ্ধ জয় কবে হবে।

মহম্মদ। প্রহেলিকা বলে ভোলাতে চেয়ো না। সে যেমন আমার শত্রু, ঠিক তেমনি তোমারও শত্রু। তার মৃত্যুর সহজ, সরল পথ যদি কিছু থাকে আমায় বলে দাও। লোক মুখে শুনি—সে যুদ্ধে অপরাজেয়। এত শক্তি তার কিসে ?

মেঘা। কিসে শক্তি তার ? আছে তারা গড়ে, দেবী এক শিলাময়ী ; চৌহানস্থাপিতা, প্রসাদে তাঁহার সমরে সে বিশ্বজয়ী। ওই-ওই সে আসছে। আমি দেখেছি, সে আসছে। না, না, এখন কেন ? এখনও তো সময় হয়নি ! পালা—তোরা এখান থেকে পালিয়ে যা— এখন আমি দেখা দেব না। আমার শিবা কোথায় গেল ? শিবা— আয় ··আয়···আয় ·· (প্রস্থান)

মহম্মদ। পিশাচী সব কথা খুলে বলল না, হঠাৎ যেন···ওকি···

শহেলী। কি ?

মহম্মদ। ওই দেখ, বুঝি ডাকিনীর বিভৎস চীৎকারে ভয় পেয়ে আমরা যে ঘোড়ায় চেপে এসেছিলুম, সেই ঘোড়া ছুটে পালাচ্ছে। ঘোড়া না ধরতে পারলে এই রাত্রে শিবিরে ফেরা অসম্ভব হবে যে ! তুমি দাঁড়াও, আমি ঘোড়া ফিরিয়ে আনছি। (প্রস্থান)

শহেলী। ডাকিনী চলে যাবার সময় বলল, সে আসছে। তাকে দেখা দেবে না বলেই এখান হতে চলে গেল। কিন্তু কে-সে ? তবে কি

পৃথ্বীরাজ ? হাঁ, তাই হবে। খুব সম্ভব সেই আসছে এই শ্মশানের দিকে! যাই, ডাকিনীর কথামত এখান থেকে চলেই যাই।

(পৃথ্বীরাজের প্রবেশ)

পৃথ্বী। দাঁড়াও! কে তুমি রমণী! এই ভীষণ অমাবস্থার রাত্রে একা একা এই নির্জ্জন শ্মশানের ধারে এসেছ! তোমার মনে কি কোনো ভয় নেই!

শহেলী। ভয় ? ভয় আমার ছায়াস্পর্শ করতে ভয় পায় মহারাজ—

পৃথ্বী। মহারাজ! তুমি আমায় চেন ?

শহেলী। চিনিনা, তবে আপনাকে আমি জানি···

পৃথ্বী। কি ক'রে জানলে ?

শহেলী। জানলুম সেই পিশাচ-সিদ্ধা ডাকিনীর মুখে, আপনি এখানে আসবেন···সেই-ই-আমাকে বলেছে।

পৃথ্বী। পিশাচসিদ্ধা ডাকিনী! তুমি···তুমি তাকে দেখছো ?

শহেলী। দেখেছি, কিন্তু তাতে বিস্ময়ের কি আছে মহারাজ ?

পৃথ্বী। বিস্ময় নয় ? আমার প্রহরীরা তাকে দেখলে ভয়ে মাথা নত করে প্রণাম জানিয়ে দূরে সরে যায়—অসম সাহসী কোন বীর সেনানী দৈবাৎ যদি তাকে রুখে দাঁড়ায় সে জ্বলন্ত চিতাকাষ্ঠ নিয়ে পেছনে ধেয়ে আসে—সেনানী পালাবার পথ পায় না।

শহেলী। আপনার সেনানীরা তাকে দেখে ভয় পেতে পারে মহারাজ! কিন্তু তা বলে আমার ভয় কি! আমার এবং ঐ ভয়ঙ্করী ডাকিনীর স্বার্থ যে এক—

পৃথ্বী। এক স্বার্থ ? কি সে স্বার্থ—

শহেলী। সে শুনে আপনার কি হবে ?

পৃথ্বী। আমার প্রয়োজন আছে, তুমি বল।

শহেলী। তবে শুনুন মহারাজ, আমাদের উভয়ের এক স্বার্থ—সে স্বার্থ হল, আপনার মৃত্যু কামনা।

পৃথ্বী আমার মৃত্যু কামনা!

শহেলী। হাঁ আল্‌হাউদালের ধাত্রীমাতা ঐ ডাকিনী। আল্‌হাউদালের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে, সে চায় আপনার মৃত্যু। আর আমি চাই আপনার মৃত্যু—সমস্ত ভারতের ওপর প্রতিশোধ নিতে!

পৃথ্বী। ভারতের ওপর প্রতিশোধ? তুমি—তুমি কে?

শহেলী। আমি শহেলী বাঈ, না না, শুধু শহেলী বাই নই, আমি ভারত নারী—

পৃথ্বী। ভারত নারী!

শহেলী। হাঁ সেই ভারত নারী, চরম লাঞ্ছনা যার কপালে চন্দন টীকা—অপমান, উৎপীড়ন যার অঙ্গের ভূষণ—দেবতার পরমান্ন প্রসাদ জ্ঞানে যাকে করতে হয় পথ কুক্কুরের সাথে একই আবর্জ্জনার স্তূপে বসে উচ্ছিষ্ট ভোজন।

পৃথ্বী। শহেলী বাঈ—

শহেলী। দক্ষিণ ভারতের অতি নীচ বংশে আমার জন্ম। আমরা অস্পৃশ্য জাতি—কুকুর বেড়ালের চেয়েও অস্পৃশ্য, কিন্তু, তবু কুকুর বেড়াল নই, আপনাদেরই মর্ত মানুষ জাতি। গাঁয়ে মহামারি লাগল, বাবা, মা, বিনা চিকিৎসায় মরে গেলেন। আমার কোলের কাছে শুয়ে ছিল ছোট ভাইটী—তাকেও কাল রোগে ধরল। তার কাৎরাণি সইতে পাল্লুম না—তাকে বুকে নিয়ে এক ফোঁটা ঔষধের জন্য ছুটলুম বড় জাতের দোরে—হাঁ আপনাদেরই মত উঁচু জাতের কাছে। সবাই দরজা বন্ধ করে দিল, একটা ফুলের মত ছোট খোকা কুঁকড়ে মরে যায় কারু দয়া হোলনা, কেউ দিলে না এক ফোঁটা ওষুধ। "জল জল" বলে খোকন ভাই কেঁদে উঠল…তারা জলও দিল না—দিলনা তাদের

পুকুর ধারে যেতে। উর্দ্ধশ্বাসে ছুটলুম, দুক্রোশ মেঠো পথ ভেঙ্গে যখন আমাদের ছোট জাতের গাঁয়ে পৌছুলুম, কাদা জল আঁচল ভিজিয়ে যখন তার ঠোঁটের কাছে ধরলুম, চেঁচিয়ে বললুম, "খোকা, জল খাও!" সে সাড়া দিলনা, বুঝলুম, সব পিপাসা তার শেষ হয়ে গেছে।

পৃথ্বী। শহেলী বাঈ, শহেলী বাই—

শহেলী। আমিও মরতে চেয়েছিলুম, বিষ মুখের কাছে ধরে ছিলুম। এমন সময় তাকিয়ে দেখি, আমার চোখের সামনে ছায়ামূর্ত্তি প্রেতাত্মার দল! সেই ছায়ামূর্ত্তি, সেই প্রেতাত্মার দল কারা জানেন মহারাজ?

পৃথ্বী। কারা?

শহেলী। সে প্রেতাত্মা—বিনা চিকিৎসায় মরে গেছেন আমার সেই বাবার। সারা জীবন চরম লাঞ্ছনা নির্য্যাতন সয়েছেন আমার সেই মার। এক ফোঁটা জল না পেয়ে শুকিয়ে কুঁকড়ে মরে গেছে আমার সেই ছোট্ট ভাইটীর। তারা আমায় বললে, "মোর না, প্রতিশোধ নাও, আমাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নাও।" আমি বাঁচলুম—ভারতে আশ্রয় পেলুম না, ছুটে গেলুম সুদূর গজনীতে।

পৃথ্বী। গজনীতে! সেখানে আশ্রয় পেলে?

শহেলী। আশ্রয়? শুধু আশ্রয়? সমস্ত গজনীর অভিজাত বংশ আজ আমায় অভিবাদন করে ধন্য হয়—আমারই ভোজ সভায় আমারই সঙ্গে আহার্য্য গ্রহণের আমন্ত্রণ পেলে তারা নিজেদের কৃতার্থ বোধ করে।

পৃথ্বী। বুঝেছি শহেলী বাঈ, তুমি মহম্মদ ঘোরীর আশ্রয় পেয়েছ। তারই সঙ্গে এসেছো ভারতের ওপর প্রতিশোধ নিতে।

[শ]হেলী। দিল্লীশ্বরের অনুমান সম্পূর্ণ সত্য। যে ধর্ম্মোন্মাদ অভিজাত উদ্ধত ভারতবর্ষ পশুকে স্বীকার করে কিন্তু তবু মানুষকে মানুষের

মত বাঁচবার অধিকার দেয় না—সেই ভারতবর্ষকে আমি শ্মশান করে দেব—আর সেই শ্মশানের ওপর পাতব আমার প্রতিহিংসার অগ্নি সিংহাসন।

পৃথ্বী। শহেলী বাঈ, তুমি এ প্রতিহিংসা ত্যাগ কর, মহম্মদ ঘোরীর আশ্রয় ত্যাগ কর—

শহেলী। সে আশ্রয় ত্যাগ করা চলেনা মহারাজ, আজ আমি মহম্মদ ঘোরীর কৃপাপার্থী আশ্রিতা নই—আমি তার বেগম—

পৃথ্বী। বেগম!

শহেলী। শুধু বেগমও নই! কুকুর বেড়ালের মত আপনারা যাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন—সে আজ মহম্মদ ঘোরীর প্রধানা বেগম—

পৃথ্বী। শহেলী বাঈ শোনো,—শহেলী বাঈ—

শহেলী। ক্ষমা করবেন ভারতেশ্বর, আজ আর কৃপা করে লাভ হবে না। গোড়া কেটে ডালে জল দিলে সে ডাল কখনো ফল ফুল দেয় না।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

মহম্মদ ঘোরীর শিবির। জাহান্দার ও বিবি।

জাহান্দর। আইয়ে, আইয়ে, মেরা বিবিজান,—

বিবি। তোমার তো স্পর্দ্ধা খুব! লড়াই বেঁধে গেছে; এখন তুমি শিবিরে বসে সরাব পান কচ্ছ ?

জাহান্দার। লড়াইএ কি হয়—কিছু ঠিক নেই। শুনেছি পৃথ্বীরাজ খুনে লোক, অতবড় জবর দোস্ত্ সেপাই আলহাউদালকে মেরে

ফেলেছিলো। এবার বাঁচি কি মরি খোদাতায়ল্লা জানেন, যতক্ষণ বাঁচি তাই স্ফূর্ত্তি করে নিচ্ছি। নাচো বিবিজান, নাচো।

(নাচের পর বিবির প্রস্থান)

চলে গেলে যে! ও বিবি, বিবিজান, তোমায় না পেয়ে আমি যে লবেজান—

(হামজবীর প্রবেশ)

হাম। জাহান্দার, এই উল্লু—

জাহ।। ও বাবা, হুজুর— (প্রস্থান)

হাম। কি আশ্চর্য্য! বাইরে এমন লড়াই হচ্ছে এখনো এই অপদার্থের আমোদ করবার সখ যায়!—

(শহেলী বাঈয়ের প্রবেশ)

শহেলী। একি হামজবী সাহেব! ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। আপনি এখনও এই শিবিরে?

হামজবী। বেগম সাহেবা, আমাদের অস্ত্রাগার এই পার্শ্বের শিবিরে। যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি যখন যা প্রয়োজন হয় তাই সরবরাহ করবার জন্য হজরৎ আমাকে এখানে রেখে গিয়েছেন। আর তা ছাড়া—

শহেলী। তাছাড়া—

হামজবী। খোদাতালা না করুন, যদি কোন অতর্কিত বিপদ উপস্থিত হয় তখন বেগম সাহেবাকে নিরাপদ স্থানে পৌছে দেবার ভার....এই বান্দারই ওপর।

শহেলী। অতর্কিত বিপদ! হামজবী সাহেব, আপনার কি বিশ্বাস যে এ যুদ্ধে আমাদের পরাজয়—

হামজবী। অসম্ভব বেগম সাহেবা! স্বয়ং শাহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী যেখানে সৈন্য পরিচালনা করেন সেখানে জয়লাভ সুনিশ্চিত। তিনি

সাধারণ মানুষ নন্…তিনি হায়দার, মানে সিংহ…অমানুষিক দৈহিক শক্তির জন্য তাকে দুনিয়ার লোকে বলে দ্বিতীয় রুস্তম। নিশ্চিন্ত মনে অপেক্ষা করুন বেগম সাহেবা, অবিলম্বে যুদ্ধ জয়ের আনন্দ সংবাদ আমি নিজে এসে আপনাকে পৌঁছে দেব !

শহেলী। তাই বলুন হামজবী, সেই শুভ সংবাদ শোনবার জন্য আমি সাগ্রহে প্রতি পল গণনা করব। (হামজবীর প্রস্থান) মহম্মদ ঘোরী হায়দার, দ্বিতীয় রুস্তম ! তার সঙ্গে যুদ্ধে কে পারবে ? এ যুদ্ধ জয় অনিবার্য্য ! কিন্তু তার ফলে…তার ফলে সোনার ভারত শ্মশান হয়ে যাবে—গৃহে গৃহে উঠবে মর্ম্মভেদী ক্রন্দনের ধ্বনি, আমার দেশ, আমার জন্মভূমি…না, না, কে জন্মভূমি…ভারতবর্ষ আমায় শৃগাল কুকুরের মত বিতাড়িত করেছে ! জ্বলুক, জ্বলুক, আগুন ! উঠুক আর্ত্তনাদ ! ওরে, তোরা আনন্দ কর, উৎসব কর, বিজয় উৎসব কর…

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ ও নৃত্যগীত)

অসি বাজে ঝণ ঝণ
আজি এ বিজয় লগনে,
আনন্দ গান ধরণী ছাপিয়া
উঠুক সুদূর গগনে।
টলমল ধরাতল বীর দল
চরণ চাপে,
নীলবিষ নিষ পিষ হিস্ হিস্
বাসুকী কাঁপে।
বাজে তুরী ভেরী ঘনঘন
দামামা বাজে,
অরিদলে শঙ্কিত কম্পিত করি সঘনে।

(গীতান্তে নর্ত্তকীদের প্রস্থান, নেপথ্যে কোলাহল)

শহেলী। ও কি! ও কিসের কোলাহল! তবে কি যুদ্ধ জয় করে… না, না, ওতো আনন্দ ধ্বনি নয়, ও যে আর্ত্তনাদ! শিবিরের এত কাছে, কাদের আর্ত্তনাদ! কোন পক্ষের!

(হামজবীর পুনঃ প্রবেশ)

হামজবী। বেগম সাহেবা, দুঃসংবাদ বহন করে এনেছি। অকস্মাৎ যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত হয়েছে। হিন্দু পক্ষ বিপুল বিক্রমে আমাদের আক্রমণ করেছে। তাই হজরতের ইচ্ছা এই মুহূর্ত্তে এই তরায়ণ যুদ্ধক্ষেত্র হতে আপনাকে তব্‌র হিন্দ্‌ দুর্গে অপসারিত করতে।

শহেলী। তব্‌র হিন্দ দুর্গে! এ সংবাদ কে নিয়ে এসেছে?

(কুতবের প্রবেশ)

কুতব। আমি নিয়ে এসেছি বেগম সাহেবা—

শহেলী। সৈনাধ্যক্ষ কুতব উদ্দিন আইবেক! তুমি এ সময় যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে—

কুতব। এখনি আবার যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করব বেগম সাহেবা! অন্য কোনো সাধারণ দূতের মুখে হজরতের আদেশ শুনলে আপনি যদি প্রত্যয় না করেন ··যদি এ স্থান ত্যাগ করতে না চান, তাই হজরত আমাকেই এই আদেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন। শিবির দ্বারে দেহরক্ষী সেনাদল উপযুক্ত যানসহ প্রস্তুত। আপনি এই মুহূর্ত্তে তব্‌র হিন্দ্‌ যাত্রা করুন।

শহেলী। হজরত স্বয়ং এই আদেশ দিয়েছেন? তবে কি যুদ্ধে আমাদের পরাজয় হয়েছে!

কুতব। না বেগম সাহেবা, পরাজয় হয়নি…

শহেলী। নিশ্চয়ই পরাজয় হয়েছে, নইলে তিনি কখনো এ আদেশ দিতেন না। কোথায়…কোথায় হজরত, আমি তাঁর কাছে যাব— তার মুখ হতেই……

কুতব। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে, আপনি কেমন করে এ সময় তাঁর কাছে····

শহেলী। আঃ বাধা দিও না—কুতব! আমায় আজ তোমরা কেউ বাধা দিতে পারবে না। (প্রস্থান)

হামজবী। কুতব উদ্দিন!

কুতুব। সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো! ভেবেছিলুম কৌশলে বেগমকে নিরাপদ স্থানে পাঠাব কিন্তু সব আয়োজন বুঝি পণ্ড হয়ে যায়।

হামজবী। তবে কি যুদ্ধে আমাদের সত্যই পরাজয়—

কুতব। একে শুধু পরাজয় বলে না বন্ধু, একে বলে ধ্বংস—

হামজবী। ধ্বংস!

কুতব। ঘন কৃষ্ণ মেঘের মত বিরাট হস্তী পৃষ্ঠে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ, দক্ষিণে চিতোরের রাণা সমরসিংহ, বামভাগে যুবরাজ গোবিন্দ রায়। কি অদ্ভুত তাদের সমর কৌশল, কি অব্যর্থ তাদের অসি চালনা! সমস্ত সৈন্য আমাদের বিপর্য্যস্ত হয়ে গেছে! তারপর স্বয়ং সাহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী যখন আহত হলেন—

হামজবী। হজরৎ আহত···

কুতব। ভীষণ আঘাত। যুবরাজ গোবিন্দ রায়ের কালান্তক মহাশূল তাঁর বাহুমূল ভেদ করেছে। অবিশ্রাম রক্ত পাতে হজরত অচৈতন্য হয়ে অশ্ব পৃষ্ঠ হতে ভূমিতলে পতিত হচ্ছিলেন; কোন প্রকারে তাঁকে ধরে সৈন্য সাগর মথিত করে এই শিবিরে নিয়ে এসেছি!

হামজবী। তবে কি···তবে কি হজরৎ এখনও অচৈতন্য?

কুতব। জানি না···হেকিম সাহেব শুশ্রূষা কর্চ্ছেন। আমাদের সেনাদল ছত্রভঙ্গ! হিন্দু সৈন্য তাদের পশ্চাৎ ধাবন করেছে। অবিলম্বে তারা এই বস্ত্রাবাসে ছুটে আসবে। হজরতের এই নিদারুণ আঘাতের সংবাদ শুনলে বেগম কাতর হয়ে পড়বেন; তাই ভেবেছিলুম—

কৌশলে ওঁকে পূর্ব্বভাগে তব্‌র হিন্দ দুর্গে যাত্রা করিয়ে আমরা আসব পশ্চাতে আহত হজরতকে নিয়ে। কিন্তু—কিন্তু—

নেপথ্যে। হর হর মহাদেও।

হামজবী। ঐ হিন্দু সৈন্যের জয়ধ্বনি! কুতবউদ্দিন, তারা আমাদের শিবির আক্রমণ করেছে।

কুতব। আর বিলম্ব নয় হামজবী! এসো, অস্ত্র করে আমরা ঐ শত্রু সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ি। যতক্ষণ পারি জীবন দিয়ে আমাদের হজরৎকে রক্ষা করি। (উভয়ের প্রস্থান)

নেপথ্যে হরহর ধ্বনি

(আহত মহম্মদ ঘোরী ও শহেলীর প্রবেশ)

মহম্মদ। না, না, আমায় ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও শহেলী বাঈ, আমি ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করব!

শহেলী। আপনি যে ভীষণ আহত?

মহম্মদ। হোক! তবু যাব, পিঞ্জরাবদ্ধ জানোয়ারের মত ওরা আমাকে খুঁচিয়ে মারবে—সে আমি হতে দেব না…মরি তো অস্ত্র হাতে নিয়ে মরবো। দাও…আমায় অস্ত্র দাও…অস্ত্র দাও—

শহেলী। নিয়ে আসছি হজরৎ, আমি অস্ত্র নিয়ে আসছি। (প্রস্থান)

নেপথ্যে—হর হর মহাদেও।

(গোবিন্দ রায় ও সৈণিকগণের প্রবেশ)

গোবিন্দ। এই যে মহম্মদ ঘোরী, এতক্ষণে পেয়েছি শয়তান…

মহম্মদ। কে! গোবিন্দ রায়! আমায় বধ করবে? দাঁড়াও, আমার বেগমকে পাঠিয়েছি, সে এলে…

গোবিন্দ। সে এলে কি হবে সাহাববুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী! রণস্থল হতে প্রাণ লয়ে পালিয়ে এসেছ কি বেগমকে সামনে রেখে যুদ্ধ করবে বল?

মহম্মদ। বেতমিজ, কমবখ্‌ত। যদি সাহস থাকে, দে···আমায় অস্ত্র দে—অস্ত্র দে—

গোবিন্দ। নিশ্চয়ই দেব মহম্মদ। হিন্দুজাতি এত অমানুষ নয় যে নিরস্ত্র শত্রুকে অস্ত্রাঘাত করে। নাও এই অস্ত্র। এই অস্ত্র নিয়ে আত্মরক্ষা কর।

(যুদ্ধ। মহম্মদ পড়িয়া গেল)

এবার! এবার ঘোরীরাজ, আল্লার নাম স্মরণ কর। তোমার জীবনের এই শেষ! (অস্ত্র তুলিল)

(পৃথ্বীরাজের প্রবেশ)

পৃথ্বী। না না—ওকে বধ করো না! ওকে শৃঙ্খলিত করে প্রেরণ করো···দিল্লীর—লৌহ কারাগারে···

(শহেলী বাঈয়ের প্রবেশ)

শহেলী বাঈ। দিল্লীশ্বর···দিল্লীশ্বর···

পৃথ্বী। অ্যাঁ! ওঃ—শৃঙ্খল মোচন কর। যাও ঘোরী, তুমি মুক্ত।

গোবিন্দ। আপনি···আপনি···মহম্মদ ঘোরীকে মুক্তি দিলেন!

পৃথ্বী। হাঁ, দিলুম মুক্তি। যতদিন সবল বাহুতে অস্ত্র ধারণ করতে পারব—যতক্ষণ পার্শ্বে থাকবে গোবিন্দের মত ভাই, রাজর্ষি সমর সিংহের মত বন্ধু—ততদিন এক মহম্মদ ঘোরী ত তুচ্ছ···সহস্র মহম্মদ ঘোরীকেও আমি ভয় করি না ভাই; ভয় করি—এক নির্য্যাতিতা ভারত নারীর তপ্ত অশ্রু ধারা!

শহেলী। দিল্লীশ্বর···

পৃথ্বী। যাও শহেলী বেগম, মহম্মদ ঘোরীকে নিয়ে আবার গজনীতে ফিরে যাও। শুধু যাবার বেলায় শুনে যাও, মরুভূমির মাঝখানে হাত বাড়িয়ে পিপাসার বারি বিন্দু পাওনি বলে···সমস্ত ভারতবর্ষকেই স্নেহ-হীন, মায়াহীন, মরু রাক্ষসী বলে ভ্রম করোনা; এই মরু কান্তারময়ী ভারতের বুকেই এখনো বয়ে যায় বিগলিত মাতৃ করুণা রূপিনী গঙ্গা যমুনা।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মহম্মদ ঘোরীর শিবির। মহম্মদ ঘোরী ও কুতব।

কুতব। হজরৎ!

মহম্মদ। কে? কুতব! দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ আমাকে এক পত্র পাঠিয়েছেন, সেই পত্রের কি উত্তর দেওয়া উচিত সে বিষয় পরামর্শ করবার জন্যই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি কুতব।

কুতব। কি পত্র লিখেছেন দিল্লীশ্বর?

মহম্মদ। আমাকে সম্বোধন করে লিখেছেন,"তরায়ণের যুদ্ধে তুমি শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়েছ। তারপর এক বৎসর অতীত হয়নি, আবার তুমি কোন সাহসে আমার সঙ্গে শক্তির পরীক্ষা করতে এসেছ? মহম্মদ ঘোরী, জীবনে কি তোমার বিতৃষ্ণা হয়েছে? তাই কি ইচ্ছা করে এবার জীবন বলি দিতে এসেছ? তা যদি হয়...তা হলে যুদ্ধের পূর্ব্বে তোমার সৈন্য সেনাপতিদের কথা স্মরণে রেখো। তাদের হয়তো এখনো বাঁচবার সাধ আছে। সুতরাং তাদের মুখ চেয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র ত্যাগ করে স্বদেশে ফিরে যাও।"

কুতব। বটে, এত স্পর্দ্ধা ওই পৃথ্বীরাজের যে হজরতকে এই অপমানকর পত্র প্রেরণ করতে সাহসী হয়!

মহম্মদ। তার স্পর্দ্ধার হেতুও তো এই পত্র মধ্যেই উল্লেখ করা রয়েছে।

কুতুব। কি সে হেতু?

মহম্মদ। প্রথম যুদ্ধে আমাদের শোচনীয় পরাজয়। অথচ সে পরাজয়ের জন্য....আজ এই যে অপমানকর পত্র পৃথ্বীরাজ আমাকে পাঠাতে

সুযোগ পেল এর জন্য ··দায়ী আমি নই, দায়ী তোমরা, দায়ী তোমাদের নির্ব্বুদ্ধিতা।

কুতুব। হজরত—

মহম্মদ। এই তরায়ণ রণক্ষেত্রে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজও সেই প্রথম যুদ্ধের স্মৃতি আমি ভুলতে পার্চ্ছি না। গোবিন্দ রায়ের অস্ত্রাঘাতে বাহুমূল হতে প্রচুর রক্ত পাত হল, আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লুম। অমনি তোমরা আমার অচেতন দেহ শিবিরে ফিরিয়ে নিয়ে এলে। যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে আমাকে শিবিরে ফিরিয়ে আনা, সেই হল তোমাদের মারাত্মক ভুল! আমি পলায়ন কর্চ্ছি মনে করে সৈন্যদলের মনোবল ভেঙ্গে গেল, উর্দ্ধশ্বাসে তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল; তার ফলে শত্রুর অস্ত্রাঘাতে তারা দলে দলে নিরীহ মেষের মত নিহত হল। কেন, কেন তোমরা সেদিন আমায় শিবিরে ফিরিয়ে আনলে?

কুতব। হজরৎ, একান্ত নিরুপায় হয়েই আপনাকে শিবিরে নিয়ে এসেছিলুম। প্রমত্ত গজ পৃষ্ঠে ধেয়ে আসছে শূল হস্তে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ; আপনার তখন অস্ত্রধারণ করবারও ক্ষমতা ছিল না, আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করলে হয়তো—

মহম্মদ। আমার মৃত্যু হত? তাতে কি ক্ষতি হত? মহম্মদ ঘোরী যেত, কুতব উদ্দিন আইবেক ছিল, কুতব উদ্দিন নিহত হলে কোয়াম উলমুলুক হামজবি ছিল।

কুতব। হজরৎ—

মহম্মদ। মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যু হত? হাঁ হ'য়তো হতো! কিন্তু আমাকে বাঁচাতে গিয়ে সে দিন তোমরা ভারতবর্ষে ইসলাম সাম্রাজ্যের মৃত্যু ঘটিয়েছ, ইসলাম মর্য্যাদাকে বিপন্ন করে তুলেছ। এ লজ্জা···এ গ্লানি যতদিন দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করতে না পারি ততদিন পর্য্যন্ত আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখবে!

কুতব। আপনি নিশ্চিন্ত হন হজরৎ। এবার প্রয়োজন হয়, বুকের রক্ত দিয়ে এ গ্লানি, এ লজ্জা বিদূরিত করব। খোদার নামে শপথ, জীবন দেব, তবু ইসলামকে বিপন্ন হতে দেব না।

মহম্মদ। উত্তম! তোমাদেরি বাহু-বল, তোমাদেরি বিশ্বস্ততায় নির্ভর করে আমি বর্ষকাল অতিবাহিত না হতে আবার এই তরায়ণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছি। হিন্দুর যুদ্ধ নীতি কিরূপ তা প্রথম যুদ্ধেই ভাল করে বুঝে নিয়েছ। এবার যেদিকে ওদের দুর্ব্বলতা···সেই দিকেই আঘাত করতে হবে। হাঁ, এবারকার অশ্ব-বল?

কুতব। সার্দ্ধলক্ষ সুশিক্ষিত অশ্ব।

মহম্মদ। সার্দ্ধলক্ষ! কনোজ এবং জম্মুর সংবাদ?

কুতব। তাঁরা গত যুদ্ধে যে হস্তী পাঠিয়েছিলেন এবার উপযাচক হয়ে পাঠিয়েছেন তার চতুর্গুণ!

মহম্মদ। চতুর্গুণ হস্তী? উপযাচক হয়ে?

কুতব। হাঁ হজরত! তাঁরা স্পষ্ট বলে পাঠিয়েছেন—তরায়নের প্রথম যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর সাহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরীকে পরাজিত করে পৃথ্বীরাজ সমস্ত ভারতবর্ষে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। উপযুক্ত শিক্ষা না পেলে পৃথ্বীরাজ হয়তো অবিলম্বে সমস্ত ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে বসবে। সে অপমান আমরা সইতে পারব না। প্রয়োজন হয়, তুর্কীর অধীনতা স্বীকার করব—তবু পৃথ্বীরাজের আধিপত্য সহ্য করব না—

মহম্মদ। ঠিকই বলেছেন তাঁরা। বিদেশীর পদানত হওয়া যায়, কিন্তু তা বলে স্বদেশীয় মহাবীরের গৌরব গাথা সহ্য করা যায় না। জয়চাঁদ, জম্মুরাজ প্রভৃতি রাজণ্যবর্গের এই মনোভাবই আমায় যুদ্ধ জয়ে উৎসাহিত কর্চ্ছে। তাঁদের উৎকণ্ঠিত হবার প্রয়োজন নেই; যদি

মহম্মদ ঘোরী কিছুদিন সময় ভিক্ষা করেছে; এতো আমাদের পক্ষে ভালই। কিছুদিন সময় পেলে আমরা আরও সমর উপকরণ সংগ্রহ করতে পারব।

সমর। তা সত্য!

(সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। যুবরাজ

গোবিন্দ। কি সংবাদ?

সৈনিক। দিল্লীর শ্মশানে মশানে যে ডাকিনী ঘুরে বেড়ায় সে এই যুদ্ধ ক্ষেত্রে এসেছে!

গোবিন্দ। এখানেও এসেছে! তারপর?

সৈনিক। আমাদের শিবিরের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে ··আর বলছে এবার শনিগ্রহ তোঁদের প্রতি বিরূপ—তোরা এবার ধ্বংস হয়ে যাবি।

গোবিন্দ। বটে! কিন্তু তাকে কেউ বাধা দিচ্ছে না?

সৈনিক। বাধা নয় যুবরাজ, তাকে সবাই ভয়ে প্রণাম করছে। তার কথা শুনে সবার মন হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছে। আমরা—আমরা গ্রহ শান্তির জন্য আজ রাত্রে দক্ষিণা কালীর পূজা করতে চাই।

গোবিন্দ। দক্ষিণা কালীর পূজা! মহারাজকে বলেছ?

সৈনিক। মহারাজ সম্মতি দিয়েছেন! আর আপনাকে জানাতে বলেছেন।

গোবি। বেশ, তোমরা যাও, পূজার আয়োজন করগে, আমি নিজে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। (সৈনিকের প্রস্থান)

তাইতো, চতুর্দ্দিকে এ কি দুর্লক্ষণ! ডাকিনী সৈনিকদের মনোবল ভেঙ্গে দিচ্ছে। আর ওদিকে মহাদেবী সংযুক্তা দেবীও দুঃস্বপ্ন দেখে ছুটে এসেছেন দিল্লী হতে এই তরায়ণে—

সমর। সংযুক্তা দেবী! এখানে?

গোবিন্দ। হাঁ, আমরা যুদ্ধ যাত্রার পরমুহূর্ত্তেই তারা গড়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাঁকে কী প্রত্যাদেশ জানিয়েছেন। মায়ের সেই প্রত্যাদেশ শুনে মহারাণী দিল্লী থেকে চলে এসেছেন। ঐ যে, ঐ যে মহারাজ মহারাণীকে নিয়ে এই মন্দিরে প্রণাম করতে আসছেন। আসুন রাজর্ষি, শিবিরে সৈনিকরা অপেক্ষা কর্চ্ছে—আমরা তাদের পূজার ব্যবস্থা করে দিই গে! (উভয়ের প্রস্থান)

(অপর দিক হইতে পৃথ্বীরাজ ও সংযুক্তার প্রবেশ)

পৃথ্বী। ওই…ওই দেখ দেবী, তারাগড়ে আমরা যে বিগ্রহের অর্চ্চনা করি ঠিক সেই মাতৃমূর্ত্তির সন্ধান পেয়েছি সরস্বতী তীরে এই বিজন অরণ্যে।

সংযুক্তা। আমি জানতুম এখানে দেখা পাব। আমি ঐ প্রত্যাদেশই পেয়েছিলুম।

পৃথ্বী। ঐ প্রত্যাদেশ?

সংযুক্তা। হাঁ, আপনারা যুদ্ধ যাত্রা করলেন। পরমূহুর্ত্তে স্বকর্ণে যেন স্পষ্ট শুনলুম, দেবী আমায় বলছেন, "চৌহান কুলের বিজয়লক্ষ্মী আমি, কিন্তু সেতো আমার আশীর্ব্বাদ নিয়ে গেলো না। তুই ছুটে যা! সরস্বতী তীরে ভাঙ্গা মন্দিরে আমার দেখা পাবি, তাকে বলবি, সেই মন্দিরে এসে আমার আশীর্ব্বাদ নিয়ে যেতে।"

পৃথ্বী। কি বিচিত্র! কিন্তু আমি ভাবছি দেবী তোমায় এ স্বপ্ন দিলেন কেন? তারাগড়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আশীষ নির্ম্মাল্য না লয়ে আমি তো জীবনে কোনো দিনই যুদ্ধ যাত্রা করি নি! এবারও যুদ্ধ যাত্রার পূর্ব্বে পুরোহিত শঙ্কর মিশ্র আজমীর হতে স্বয়ং নিয়ে এসেছিলেন মায়ের আশীষ নির্ম্মাল্য।

সংযুক্তা। আমিও দেখেছি মহারাজ, সেই নির্ম্মাল্য উষ্ণীষে ধারণ করে আপনি যুদ্ধ যাত্রা করলেন। কিন্তু তবু—তবু মা আমায় ঐ

দেখালেন। তাই পুরোহিত শঙ্কর মিশ্রকে সঙ্গে নিয়ে এখানে এসেছি—আবার মায়ের পূজো দিতে।

(শঙ্কর মিশ্রের প্রবেশ)

শঙ্কর। মা—

সংযুক্তা। আসুন পুরোহিত, মায়ের অর্চ্চনা করুন।

শঙ্কর। হাঁ অর্চ্চনা করব। পাগলী মা আমার তারা গড় হতে ছুটে এসেছেন এখানে তাঁর সন্তানদের আশীর্ব্বাদ করতে! দেখ মা, ঠিক সেই মূর্ত্তি…সেই আমার তারাগড়ের…(হঠাৎ মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন) অ্যাঁ—কে! কে! কে তুমি—তুমি কেন! তুমি কেন! মা কোথায় গেল! মা কোথায় গেল!

পৃথ্বী। পুরোহিত, পুরোহিত, এ আপনি কি বলছেন—ঐ তো মা—

শঙ্কর। না—না—মা নয়…ডাকিনী…সেই ডাকিনী…

পৃথ্বী। ডাকিনী…

শঙ্কর। হাঁ সেই…যে আমার হাত থেকে মায়ের নির্ম্মাল্য কেড়ে নিয়েছিল।

সংযুক্তা। মায়ের নির্ম্মাল্য কেড়ে নিয়েছিল, কোথায়?

শঙ্কর। আজমীরের পথে। মহারাজকে নির্ম্মাল্য দিতে আসছিলুম, সামনে দাঁড়াল ত্রিশূল করে ভয়ঙ্করী ডাকিনী। সে নির্ম্মাল্য কেড়ে নিল, পরিবর্ত্তে কি সব ফুল পাতা আমার হাতে তুলে দিল। বলল, যা, পৃথ্বীরাজকে এই দিয়ে আয়। বলবি, এই নির্ম্মাল্য। সাবধান, যদি তাকে কোনো কথা জানাস…এই ত্রিশূল তোর বুকে বিঁধিয়ে দেব।

সংযুক্তা। আপনি…আপনি…তবে মহারাজকে মায়ের নির্ম্মাল্য দেননি?

শঙ্কর। না, ডাকিনীর দেওয়া সেই ফুলই দিয়েছিলুম। সে বুঝি আমায় মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল। তার আদেশ অমান্য করি সে শক্তি আমার ছিল না।

সংযুক্তা। কি সর্ব্বনাশ আপনি করেছেন পুরোহিত, কি সর্ব্বনাশ করেছেন! প্রভু, কি উপায় হবে এখন ?

পৃথ্বী। অধীর হয়ো না, ভয় নেই দেবী! যা হবার হয়ে গেছে, আসুন পুরোহিত, মায়ের অর্চ্চনা করুন।

শঙ্কর। অর্চ্চনা! আমি পারবনা মহারাজ—

পৃথ্বী। পুরোহিত!

শঙ্কর। ঐ ঐ দেখুন, মাকে আড়াল করে আবার দাঁড়িয়েছে ঐ সেই ডাকিনী, ঐ তার উদ্যত ত্রিশূল!

পৃথ্বী। এ কি বিভীষিকা আপনার, কোথায় ডাকিনী!

শঙ্কর। ঐ—ঐ যে আমায় বধ করবে বলছে! পূজা করতে গেলে আমার বুক চিরে রক্ত খাবে বলছে! কি বিভৎস মূর্ত্তি! চোখে ধক্ ধক্ করে আগুন জ্বলছে—আমায় পুড়িয়ে মারবে! না-না, মেরো না, মেরো না! আমি পূজা করব না—আমি পূজা করতে পারবো না। আমি পালাই·· আমি পালাই— (প্রস্থান)

সংযুক্তা। পুরোহিত—পুরোহিত! চলে গেলেন—পূজা তবে হল না, মায়ের নির্ম্মাল্য তবে পাব না!

পৃথ্বী। সংযুক্তা!

সংযুক্তা। এ কি দৈবের বিধান প্রভু! বিজয়লক্ষ্মী নিজে এসে দেখা দিয়েছিলেন এই মন্দিরে। বরমাল্য দেবার জন্য হাত বাড়িয়ে বসে রইলেন···তবু সে ফুল, সে আশীষ আমরা গ্রহণ করতে পারলুম না!

পৃথ্বী। অধীর হোয়ো না দেবি,
নিশ্চিত লভেছি মোরা মায়ের আশীষ!
নহে, সরস্বতী তীরে এই বিজন কাননে
কোথা হতে অকস্মাৎ, কি কারণ হল এই মাতৃ আবির্ভাব!
ব্রাহ্মণ হেরিল যারে ডাকিনীর বেশে,

মোদের নয়ন অগ্রে, দেখলো কল্যাণি,
আবির্ভূতা তিনি ওই…
শ্যামাঙ্গিনী, সুচারু হাসিনী,
বরাভয়করা দিব্য মাতৃমূর্ত্তি লয়ে।
পিশাচী আতঙ্কে আজি উন্মাদ ব্রাহ্মণ,
উন্মত্ততা বশে করিল না মাতৃপূজা,
নাহি দিল নির্ম্মাল্য মায়ের,
তার পাপ কি কারণ মোদের স্পর্শিবে!
মোরা ত জ্ঞানতঃ সতি,
করি নাই মাতৃ পদে কোনো অপরাধ!

সংযুক্তা। সত্য সত্য প্রভু, আমাদের কিবা অপরাধ!
তবে কেন রুষ্টা হবে মাতা!

পৃথ্বী। নহে রুষ্টা, সুপ্রসন্না তিনি।
প্রমাণ তাহার যুদ্ধ ক্ষেত্রে মাতৃ দরশন!
প্রমাণ তাহার তুর্কী সনে সন্ধির স্থাপন!

সংযুক্তা। সন্ধির স্থাপন!

পৃথ্বী। অতর্কিতে করেছিল সমর ঘোষণা!
বাধা দিতে তাহাদের এই তরায়ণে
এত দ্রুত এসেছি আমরা—
অর্দ্ধেক সৈনিক আর অশ্বহস্তী, আয়ুধ কৃপাণ
এখনো সমর ক্ষেত্রে পারিনি আনিতে!
একটী দিবস মাত্র লভিলে সময়
সর্ব্ব আয়োজন মোর সুসম্পূর্ণ হবে,
একটী দিবস মাত্র লভিলে সময়
তুর্কীর সমস্ত সৈন্য ডুবাইব সরস্বতী জলে।

অন্তর কামনা মোর মাতা বুঝি করিলা শ্রবণ,
তাই নিজে যেচে মহম্মদ ঘোরী
করিল সন্ধির ভিক্ষা কিছুদিন তরে ?

ংযুক্তা। সত্য ! সত্য মহারাজ !
এখন হবে না যুদ্ধ কিছু দিন তরে !
নিশ্চিন্ত...নিশ্চিন্ত আমি।

পৃথ্বী। নিশ্চিন্তে ফিরিয়া যাও রাজধানী মাঝে !
কত মাতা, কত জায়া পতিপুত্রে পাঠায়ে সমরে
উৎকণ্ঠায় গৃহে বসে
কখন ফিরিবে তারা জয় মাল্য লয়ে—তারি তরে
প্রতি পল করিছে গণনা।
সুকল্যাণি, তাদের সান্ত্বনা দিও,
আশ্বাস দানিও। মোর তরে চিন্তা করিও না,
সুরক্ষিত জেনো আমি মাতৃ কৃপা অক্ষয় কবচে।

সংযুক্তা। তাই হবে প্রভু,

(সংযুক্তা দেবীকে প্রণাম করিলেন, পরে পৃথ্বীরাজকে প্রণাম করিলেন)

পৃথ্বী। একি প্রিয়তমে, কাঁদিতেছ তুমি···

সংযুক্তা। না···না প্রভু,

পৃথ্বী। এই যে এই যে সতি,
বিন্দু বিন্দু তপ্ত অশ্রু
পড়িতেছে চরণে আমার !
সংযুক্তা····সংযুক্তা···

সংযুক্তা। কাঁদিতে চাহি না প্রভু,
তবু কেন আসে জল অবাধ্য নয়নে
বলিতে পারি না।

পৃথ্বী। সংযুক্তা—

সংযুক্তা। বিদায়ের কালে এক কথা বলিব তোমারে।
অন্তর বেঁধেছি আমি তবু আঁখি ঝরে,
তাই প্রভু, করি নিবেদন—
এ জীবনে পুণরায় আর যদি দোঁহাকার
দেখা নাহি হয়—দেখা হবে আমাদের
জ্যোতিষ্ক মণ্ডল মাঝে
দূর সূর্য্য লোকে।

(প্রস্থান)

পৃথ্বী। দেখা হবে আমাদের
জ্যোতিষ্ক মণ্ডল মাঝে দূর সূর্য্য লোকে!
সুখে দুঃখে আনন্দে বিষাদে
চিরস্থির, চির অচঞ্চল,
সহিষ্ণুতা প্রতিমূর্ত্তি সংযুক্তা আমার,
তার আঁখি কোণে তবু ঝরিতেছে জল?
কেন···কেন এ বেদনা?
তবে কি···তবে কি যুদ্ধে— (মন্দিরে বসিলেন)
মাতা, বিশ্বেশ্বরী জননী আমার—
নীরব থোকো না মাগো,
এ বিশ্বে সতত
প্রতি মাতা, প্রতি ভগ্নী, প্রতি জায়া মাঝে
নিজে তুমি মহামায়া অংশরূপে করিছ বিরাজ!
সত্য যদি শাস্ত্রের বচন—বলগো জননী মোরে,
সংযুক্তার আঁখি ঝরা তপ্ত অশ্রুজল—সে কি মাতা—
একি! একি দেখি! লীলাময়ী মাতৃগণ্ড পরে

মুক্তা বিন্দু সম ওকি করে টলমল !
ওই ওই যে বহিছে অশ্রু ধারায় ধারায়
কৃষ্ণশিলা বক্ষে যথা রজত জাহ্নবী !
কেন কেন মাতা, কাঁদিতেছ তুমি ?
আমার জীবন চাও ?　তার তরে কেন আঁখি জল !
তুমি দেছ, তুমি লবে, তার তরে অশ্রু কেন মাতা !
না না ··কেঁদনা পাষাণী,
শেষ অর্ঘ দিতে দাও চরণে তোমার—
ওঁ প্রত্যালীঢ় পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাম্ ।
খর্ব্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্র চর্ম্মা বৃতাং কটৌ
নব যৌবন সম্পন্নাং পঞ্চ মুদ্রা বিভূষিতাম্ ।
চতুর্ভুজাং লোলজিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাম্ ।
খড়্গা কর্ত্তৃ সমাযুক্ত-সব্যেতর ভুজদ্বয়াম্ ।
কৃপাণোৎ পল-সংযুক্ত-সব্যপানি-যুগান্বিতাম্ ।
পেঙ্গৌগ্রৈক জটাং ধ্যায়ে-ম্মৌলা বক্ষোভ্য ভূষিতাম্ ।
বালার্ক মণ্ডলাকার-লোচন ত্রয় ভূষিতাম্ ।
জ্বলচ্চিতামধ্য গতাং ঘোর দংষ্ট্রাং করালিনীম্ ।
স্বাবেশ স্মের বদনাং স্ত্র্যলঙ্কার-বিভূষিতাম্ ।
বিশ্ব ব্যাপক-তোয়ান্তঃ শ্বেত পদ্মোপরিস্থিতাম্ ।
(পুষ্প দিবেন···ঠিক এমন সময়ে নেপথ্যে কোলাহল)
ও কি !

(গোবিন্দের প্রবেশ)

গোবিন্দ ।　সর্ব্বনাশ মহারাজ !
অতর্কিতে আমাদের আক্রমণ করিয়াছে
মহম্মদ ঘোরী—

পৃথ্বী। সে কি!

গোবিন্দ। সৈন্যগণ অস্ত্র রাখি শিবির মাঝারে
কেহ নিদ্রাগত, কেহ শাস্ত্র পাঠরত…
কেহবা পূজিছে বসি দক্ষিণা কালিকা,
হেনকালে নৈশ অন্ধকারে
পশ্চাৎ হইতে শত্রু ভীম বেগে
আক্রমণ করিল সহসা,
সেনাগণ হতবাক মূক্‌জড় প্রায়
অস্ত্র ধরিবারও বুঝি নাহি অবসর।

পৃথ্বী। বিশ্বাস ঘাতক ··বিশ্বাস ঘাতক তুর্কী,
সন্ধিছলে হেন প্রতারণা? সম্মুখ সমর ভয়ে
আতঙ্কিত হয়ে, নৈশ অন্ধকার মাঝে তস্কর সমান
আক্রমণ—অস্ত্রহীন সুসুপ্ত জনেরে!
বিশ্বাসঘাতক তুর্কী, নীচ প্রতারক!
না, তুর্কীর কি দোষ,
স্বদেশের সর্বনাশ করিতে সাধন,
বিধবার বেশ দিতে আপন কন্যারে
এখনো বাঁচিয়া আছে যেথা জয়চাঁদ
সে দেশের এই পরিণাম—

গোবিন্দ। দাদা—দাদা—

পৃথ্বী। চলো ভাই, মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়।
অস্ত্র করে ঝাঁপ দিব শত্রু সৈন্য মাঝে।
তুর্কীরে বোঝাব আজ অন্তরে অন্তরে
এ ভারত নহে শুধু দেশদ্রোহী জয়চাদ জন্মভূমি,

লক্ষ অরাতির শিরে গেণ্ডুয়া খেলিতে
গোবিন্দ জনমে হেথা, জন্মে পৃথ্বীরাজ।

গোবিন্দ। দাদা—দাদা, অসমাপ্ত পূজা—মাতার অঞ্জলি বাকি—

পৃথ্বী। গোবিন্দ! পুষ্পের অঞ্জলি নয়,
বুঝিছ না ভাই, মাতা আজ চাহিছেন
রক্ত সিক্ত আত্মার অঞ্জলি॥

তৃতীয় দৃশ্য

দিল্লী প্রসাদ কক্ষ

(চাঁদবরদাইয়ের গীত)

কথা কও, কথা কও, নীরব থেকো না আর।
আঁখি কোণে অকারণে ঝরে কেন আঁখিধার।
যমুনার নীল জলে পড়েছে বিষাদ ছায়া
সকরুণ বেণুতানে ঝুরিতেছে কত মায়া।
শ্বসিয়া ফিরিছে বন বনান্তে যেন কার হাহাকার॥

মলয়বতী। সংযুক্তা, মা আমার, কথা শোন—

সংযুক্তা। আমায় অনুরোধ করোনা মা, তুমি কণোজে ফিরে যাও।

মলয়বতী। যাবো, কিন্তু তোর পিতা? তিনি যে পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। রাত্রে দুঃস্বপ্নে তোকে দেখে কেঁদে ওঠেন, আহার নেই, নিদ্রা নেই, অনুতাপের তুষানলে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছেন।

সংযুক্তা। অনুতাপ? আমার পিতার অনুতাপ?

মায়াবতী। সত্য বলছি মা, তিনি মহাপাপ করেছেন—তুর্কীর সঙ্গে সন্ধি করে তাদের হস্তী দিয়ে সাহায্য করেছেন। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হবার

সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পেরেছেন—যে এবার ভারতের স্বাধীনতা বিপন্ন। এ দাবানল শুধু দিল্লীকেই গ্রাস করবে না, সমস্ত ভারতবর্ষকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।

সংযুক্তা। মা—

মায়াবতী। বিশেষ করে তোর কথা মনে করে মা···তোর কথা মনে করে··ভেবে দেখ, কি দারুণ অভিমানে তিনি তোকে ত্যাগ করেছিলেন! তবু তোর প্রতি তাঁর ভালবাসা···সে তো এতটুকু নিঃশেষ হয় নি। একদিকে অভিমান···এক দিকে ভালবাসা দুই মিলে আজ তাঁকে পাগল করে তুলেছে। সেই অনুতপ্ত, সেই উদ্‌ভ্রান্ত মূর্ত্তি একটিবারও দেখলে তুই তাঁকে ক্ষমা না করে পারিবে নে মা—

সংযুক্তা। বোলো না মা,—ওসব কথা বোলো না! আমি তোমাদের অভাগিনী কন্যা, তোমাকে শান্তি দিতে পারিনি; পিতাকে শান্তি দিতে পারিনি, জীবন ভোর আমি শুধু তোমাদের দগ্ধ করলুম।

মলয়া। থাক মা, এবার বল! তিনি প্রাসাদ দ্বারে অপেক্ষা কর্চ্ছেন, একটীবার তাঁকে এখানে তোর কাছে আসতে দে!

সংযুক্তা। না মা, সে সে হবে না—তোমরা ফিরে যাও—

মলয়া। সংযুক্তা—

সংযুক্তা। আমি পারব না মা, যদি যুদ্ধ জয় করে আমার স্বামী ফিরে আসেন, শুধু তখন···তখনই আমার পিতা এ প্রাসাদে আসতে পারেন · তার পূর্ব্বে নয়।

মলয়া। কেন নয়?

সংযুক্তা। কেন নয়? স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে মহাবীর রণচামুণ্ডার মন্দিরে আত্মবলি দিতে গেছেন তাঁরই আবাস গৃহের পবিত্রতাকে কি অশুচি করব আজ—না থাক, আমি কন্যা, একথা আমার বলাও সাজেনা—তোমারও শোনা উচিত নয়।

মলয়া। সংযুক্তা……

সংযুক্তা। তুমি কণোজে ফিরে যাও মা। আমার ব্রত পালনের অপেক্ষায় আমি বসে আছি—সে ব্রত পালনের পথে তোমরা বাধা হতে এসোনা।

মলয়া। কি তোর ব্রত !

সংযুক্তা। এখানে বসে যুদ্ধের সংবাদ প্রতিক্ষা কর্ছি। সমস্ত দিন তিনি তুর্কি সৈন্যের সঙ্গে অমিত-বিক্রমে যুদ্ধ করেছেন। শ্রান্ত ক্লান্ত তুর্কীরা যখন পরাজয় মেনে নেবে—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আমারই পিতার প্রদত্ত অগণন হস্তীযূতসহ নব সেনাদল তাঁকে বেষ্টন করেছে। তার ফলে…তার ফলে হয়তো এতক্ষণে—

(শহেলী বাঈয়ের প্রবেশ)

শহেলী। এতক্ষণে সব শেষ মহারাণী। যে সূর্য্যের আলোয় ভারত আকাশ আলোকিত হয়েছিল, তাকিয়ে দেখ—সে সূর্য্য রক্ত-সাগরে ডুবে যাচ্ছে। ভারত আকাশে স্তরে স্তরে জমাট অন্ধকার নেমে আসছে।

সংযুক্তা। তুমি…তুমি—কে……

শহেলী। আমি ? রিক্ত, নিঃস্ব, কালনিশিথিনী—সূর্য্যাস্তের সংবাদ বহন করে এনেছি—

সংযুক্তা। সূর্য্যাস্তের সংবাব ! তবে কি….তবে কি আমার স্বামী—

শহেলী। এই নিশিথিনী তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে এসেছে। সে ঘুম আর ভাঙবেনা রাণী—সে ঘুম আর ভাঙবেনা……

সংযুক্তা। নেই—তবে তিনি নেই ?

মলয়া। সংযুক্তা—সংযুক্তা—

সংযুক্তা। না, কিছু নয়। জানিনা তুমি কে—জানিনা তোমার পরিচয়,

যেই হও, আমাকে আমার স্বামীর কাছে নিয়ে চল···আমাকে নিয়ে চল···

শহেলী। আমার তো সেথানে যাবার উপায় নেই।

সংযুক্তা। কেন নেই।—

শহেলী। না, কাল-রাত্রি কখনো তো সূর্য্যের মুখ দেখেনা। আমি যাই, সংবাদ পৌছে দিলুম, কার্য্য শেষ ··এবার যমুনার কালোজলে আমিও ঘুমোইগে!

সংযুক্তা। যমুনায়?

শহেলী। ভারতবর্ষকে মরুরাক্ষসী মনে করেছিলুম। তিনি একদিন বলেছিলেন, এদেশ শুধু মরুভূমির দেশ নয়; এখানে মাতৃস্নেহের গঙ্গা যমুনা প্রবাহিত হয়। বিশ্বাস করিনি, পরদেশী দাবানলে সব পুড়িয়ে শ্মশান করে দিয়েছি। এবার দেখি, যমুনার জল আছে, না আগুণের তাপে শুকিয়ে গেছে। (প্রস্থান)

সংযুক্তা। অপরিচিতা, বলে যাও, তবে তিনি কোথায়—

নেপথ্যে শহেলী। মহাকালশ্মশানে···মহাকালশ্মশানে—

সংযুক্তা। মহাকালশ্মশানে! তবে কি সেই ডাকিনীর আশ্রয়ে? আমি যাব। তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করব। স্বামী—স্বামী— (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

মহাকাল শ্মশান। রাত্রিকাল।

মেঘা হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ঘুমিয়েছে ··খুব ঘুমিয়েছে। ঘুমন্ত দেহ তার টেনে নিয়ে এসেছি, এই মহাকাল শ্মশানে। বিছানা সাজিয়েছি, একটু বাদেই তুলে দেব বিছানায়। কিন্তু একা ঘুমুবে? সেটা তো এলনা? এখনো তো এলনা? কোথায় গেল! আয়—আয়—আয়—

(সংযুক্তার প্রবেশ)

সংযুক্তা। কে—কে তুমি !

মেঘা। এই যে এসেছিস ! এসেছিস ! হাঃ হাঃ হাঃ আয়, ঘুমুবি আয়···ঘুমুবি আয়।

সংযুক্তা। শীঘ্র বল—কোথায় আমার স্বামী······

মেঘা। আছে—আছে, দেখবি ? ওই···ওই বালিয়াড়ীর পেছনে যা, ওপরে ওঠ, দেখতে পাবি ! মশাল নিয়ে যা—দেখতে পাবি !

(উপরে উঠিল)

দেখেছিস—!

সংযুক্তা। আমি যাব—আমি ওঁর কাছে যাব।

মেঘা। ভাবনা কি ? এখনি যাবি, দেখছিস না, কত কাঠ দিয়ে সুন্দর বিছানা তৈরী করে রেখেছি ! তুই দাঁড়া, বিছানা ছোট হয়ে গেছে। দুজনে ঘুমুবি তো ? আরও বড় বিছানা চাই। আমি আসছি, আরও কাঠ দিয়ে দুজনের বিছানা সাজিয়ে দিয়ে আসছি। দাঁড়া—দাঁড়া—(মেঘার প্রস্থান, সংযুক্তা তাহাকে অনুসরণ করিতে গেল, জয়চাঁদ প্রবেশ করিয়া বাধা দিল)

জয়। সংযুক্তা—

সং। কে ?

জয়। আমি ! আমি !

সং। পিতা !—পিতা—!

জয়। সংযুক্তা, আয় পালিয়ে আয়···পালিয়ে আয়—

সং। পালিয়ে যাব ! কেন ?

জয়। ওই ডাকিনী···ও তোকে খেয়ে ফেলবে। পালিয়ে আয়।

সং। তুমি যাও পিতা—আমি কোথাও যাবনা।

জয়। যাবিনে ?

সং। না, চিতা প্রস্তুত আমি আমার স্বামীর সঙ্গে একই চিতায় আত্মাহুতি দেব। আমায় বিদায় দাও—(প্রণাম)

জয়। চিতায় আরোহণ করবি। তবে তাই কর—যদি শান্তি পাস—তাই কর মা! কিন্তু না···যাসনি, ওখানে নয়···ওখানে নয়·······

সং। পিতা—

জয়। এই বুকে·· এই বুক জুড়ে যে চিতার আগুণ জ্বলচে·· এই আগুণে জ্বলবি আয়······

সং। সে হয় না পিতা—আমি যাই·····

জয়। সংযুক্তা—(অপলক চক্ষে সংযুক্তার পানে চাহিলেন ; যেন অব্যক্ত যাতনায় অবশ হইয়া গেলেন)

সং। পিতা! পিতা!

সং। না, আর বিলম্ব নয়। এ আমি চোখে দেখতে পারি না। যাবার বেলায় দুঃখ শুধু এই···যে তোমায় এ অবস্থায় ফেলে গেলুম। সান্ত্বনা আমার এই·· যে যাবার আগে দেখে গেলুম কৃতকর্ম্মের তীব্র অনুশোচনা তোমায় পাগল করে দিয়েছে। (প্রস্থান)

জয়। চলে গেল—হাঁ যাবেই তো আমি যে দেবীর বোধন লগ্নে বিজয়া দশমীর আয়োজন করেছি। যমুনার জলে সোণার প্রতিমা ভাসাতে এসেছি। ডুবে গেল কি? প্রতিমা ডুবল কি! না-না-আমি ডুবতে দেবনা—দেবনা—সংযুক্তা, সংযুক্তা—

(মেঘার প্রবেশ)

মেঘা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

জয়। কে তুই! সরে যা···সরে যা রাক্ষসী—

মেঘা। রাক্ষসী! পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছি তাই আমায় বলছ রাক্ষসী। আর তুমি? সোনার গৌরীর মত মেয়ে, মহাদেবের মত জামাইকে যে খায় তাকে কি বলে জয়চাঁদ? (জয়চাঁদ মাথা নত করিল)

মাথা নামাচ্ছ? তোমারও চোখে জল আসছে নাকি? হা হা হা! ওই যে···ওই যে চিতা জ্বলে উঠেছে—দেখ, কি সুন্দর আগুণের শিখা। ঐ আগুণ দিল্লীতে জ্বলল, এবার তোমার কণোজ জ্বলবে, তারপর জম্মু, কাশ্মীর, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সমস্ত ভারতবর্ষ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। জ্বলে ওঠ···চিতা জ্বলে ওঠ—!